মধুমল্লী

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী কমলরাণী সরকার

প্রচ্ছদপট :
শ্রীদেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ
১৩৬৫

মুদ্রক :
শ্রীনলিনীনাথ দে
মাধবী প্রেস
মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান :
ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১ কলেজ স্কোয়ার (ঈষ্ট)
কলিকাতা—১২
বীণাপাণি পুস্তকালয়
খড়্গপুর
মুখার্জ্জি বুক ষ্টল
মেদিনীপুর

উৎসর্গ

যে পরম শুভদিনটী

স্বর্গ ও মর্ত্তের

মধ্যে

সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছে

সেই পঁচিশে বৈশাখের

উদ্দেশ্যে

এই কাব্যের অঞ্জলিটী

উৎসৃষ্ট হইল

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকার কেবল সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক এবং ভারতবিদ্যাবিৎ নহেন, তিনি উপরন্ত একজন সুকবি। দ্বীপময় ভারতে--যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে—ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব ও প্রসার সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষণীয় গবেষণাত্মক পুস্তক আছে, যাহা ভারতের ও ভারতের বাহিরের বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরকারের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি কেবল নীরস বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ইতিহাস লইয়াই ব্যাপৃত নহেন। তিনি একজন সত্যকার কবি। ইতিপূর্বে তাঁহার রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। প্রস্তুত গ্রন্থখানি রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম কবিতাটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রণাম নিবেদন। এই 'মধুমল্লী' কবিতাগুচ্ছ আমরা শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণের দর্শনশক্তি ও বর্ণনশক্তি উভয়েরই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কবি, জীবনের ভালমন্দ সুখদুঃখ আশা ব্যর্থতা দরদী দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এবং নিপুণ ভাষা-তুলিকায় ও ছন্দোবর্ণে তাহা প্রতিফলিত করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতি, মানবজীবন, আধুনিক যুগের আদর্শ সংঘাত, চরিত্রবিশ্লেষণ, জীবনের মধ্যে অবস্থিত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আবাহন। এ সমস্তই তিনি অনন্য-সাধারণ কৃতিত্বের সহিত কতকগুলি অনবদ্য কবিতায় গ্রথিত করিয়াছেন। আশা করি আমার ন্যায় অন্য পাঠকগণও এই নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থের আস্বাদন করিয়া প্রীত হইবেন।

লেখকের নিবেদন

আজ ২৫শে বৈশাখ গুরুদেবের শতবার্ষিকী। সমগ্র বাঙলাদেশে এই দিবসটী বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য এক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের যৌবন এবং পরিণত বয়সের অনুলিপি। কেবলমাত্র তাহাই নহে, রবীন্দ্র-নাথের সাংস্কৃতিক দানে সমগ্র বাঙালী সমাজ পরিপুষ্ট এবং মহত্তর হইয়াছে। আমরা তাহার বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা স্মরণ করিলে তাই আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আজ এই শতবার্ষিকী দিবসে একটা ব্যথাও অন্তরে বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতেছি, সম্ভবতঃ এই ব্যথার অংশীদার আরো বহু বাঙালী আছেন। যে ক্লৈব্য, মনুষ্যত্বের অবমাননা এবং হীনমন্যতা বাঙালী সমাজকে ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে দুর্বারবেগে পরিচালিত করিতেছে তাহার গতি কে সংযত করিবে? আজ সেই জন্যই এই শতবার্ষিকী দিবসে গুরুদেবের অভাবের কথা বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে। সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আজ তাঁহার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন চলিতেছে। সুতরাং এই আনন্দযজ্ঞে বেদনার কথা বিশেষভাবে না তোলাই ভাল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থাকিবার এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসিবার দুর্লভ সুযোগ আসিয়াছিল। কৃপণের সঞ্চিত ঐশ্বর্যের মত উহার স্মৃতি এখনো মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে। আশ্রমের সেই নিবিড় শান্তির পরিবেশটী এখনো মনের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাইয়া তুলে। সে সময়ে আশ্রমের যে ছন্দ ছিল, যে রঙ ছিল, যে সুষমা ছিল তাহার কতটুকু অবশিষ্ট আছে

জানিনা। আধুনিকতার সম্মার্জনীতে ও ইট পাথরের বাহুল্যে শান্তিনিকেতনের সহজশ্রী হয়তো অন্তর্হিত হইয়াছে বা অন্তর্হিতপ্রায়। সুতরাং আমার ধ্যান ও ধারণার শান্তি-নিকেতন আর দেখিতে পাইব না মনে করিয়া গুরুদেবের তিরোধানের পর আর শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয় নাই। আজ তাই হারানো দিনগুলির কথা স্মরণ করিযা ২৫শে বৈশাখের উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র কাব্যাঞ্জলিটী উৎসর্গ করিলাম।

এই প্রসঙ্গে আরো তুই একটী কথা বলিব। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "লীলাকমল" যখন প্রকাশিত হয় তখন কেহ কেহ উহাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন; সেই দাক্ষিণ্যের ভরসায় এবার আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটী নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত আত্মপ্রকাশ করিল। নবীন যুগের কবি এবং দিঙ-নাগাচার্যগণ তুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন; সুতরাং এক-দলের কাছে "মধুমল্লী" বা এই প্রকৃতির কাব্যগ্রন্থগুলি বাঙলা-সাহিত্যের মধ্যে অনভিপ্রেত বলিয়া মনে হইবে। আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই প্রশ্নটীর ব্যাপকতা এত বিশাল যে ইহার জটিলতার মধ্যে আপাততঃ প্রবেশ করিবার সময় ও স্থান নাই। শুধু এইটুকু বলিব যে তুই দলের বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যেও একটা মিলনক্ষেত্র রহিয়া গিয়াছে; উহা হইল "রস"-এর ক্ষেত্র। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে যুগে-যুগে দেশবিদেশে যে-সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার রসাস্বাদন করা অসম্ভব নহে। বাঙলা দেশের কাব্যজগতে বর্ত্তমানে যে দ্বৈরথ সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতেও এই মাপকাটি বা কষ্টিপাথর ব্যবহার করা সম্ভবপর বলিয়া আমি মনে করি। সুতরাং আমার কোন কবিতা যদি কোন পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটীর একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার এবং কাব্যগ্রন্থটীর মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আমার সহকর্মীগণের মধ্যে অধ্যাপক সরোজ কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পুলিনবিহারী পাল ও স্নেহভাজন অধ্যাপক সমীরেশ দাসগুপ্ত উৎসাহ ও আলোচনার মাধ্যমে এই কবিতাগুচ্ছ প্রকাশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাধবী প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান পরিমল দে এবং ক্যালকাটা বুকহাউসের সত্ত্বাধিকারী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভাওয়াল ২৫শে বৈশাখের পূর্বে যথাক্রমে মুদ্রন এবং মুদ্রনোত্তর পর্ব সমাধা করিয়া দিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

হিমাংশুভূষণ সরকার

সূচী-পত্র

রবীন্দ্রনাথ

হে রবীন্দ্র কবিগুরু! হৃদয়ের মর্ম্মমূলে মোরা
তোমা লাগি পাতিয়াছি রাজসিংহাসন,
তোমার ললাটে জ্বলে প্রতিভার রাজ রাজটিকা,
তোমার চরণপ্রান্তে করেছে নিখিল বিশ্ব অর্ঘ্য বিরচন
অনির্বাণ দীপসম শুচিস্মিত পূজার দেউলে,
জ্বলিয়াছ স্নিগ্ধরূপে বিধাতার আশীর্বাদ মাগি,
তোমার প্রাণের শিখা অচঞ্চল প্রেম হোমানলে,
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধপানে বিধাতার লাগি!
তব করপুটে ভরা গানের অঞ্জলিখানি
ছুঁয়েছে চরণতল বিশ্ববিধাতার—
সুস্থির ধ্যানের মত অচঞ্চল জীবনে তোমার
ঝরিয়াছে অকৃপণ আশীর্বাদ তাঁর।

মধুমল্লী

মহিমায় হিমাচল সম সমাহিত হেরি তোমা আপন বৈভবে,
অক্ষয় কুম্ভের মত তোমার অমৃতভাণ্ড
তাই বুঝি যুগে যুগে পরিপূর্ণ রবে!
যদিবা আসিলে তুমি এ মরজগতে ক্ষণিকের লাগি
মাধুর্যের রসে ভরি নিখিল ভুবন,
হৃদয়ের পানপাত্রখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে পরম পুলকে,
তোমারি অমৃতে তাহা হোক চিরন্তন!

(২)

তুমি আজি নাই, তবুও বসন্ত আসে মন্ত্রগুঞ্জরণে,
কানে কানে গেয়ে যায় তোমারি সঙ্গীত—
মাধবী বিতানে যেন শ্বসিয়া শ্বসিয়া কাঁদে দখিনের বায়,
তোমারি রাগিণী যেন গাহে পরভৃত।
যখন বরষা আসে মেঘসমারোহে, নাচে প্রাণ কাজরিগাঁথায়,
শিহরি' কদম্ব ফুটে ছায়াঘন বনে,
নীলাম্বরবাসে ঢাকি ক্ষীণ কটিখানি,
আজিও উন্মনা বধূ প্রিয়সম্ভাষণে!
ঘন বরিষনে যবে ফুটে উঠে শ্যামসমারোহ,
রঙ ধরে কৃষ্ণচূড়া শাখে—
ধরণীর ক্ষুন্ন হিয়া তোমারি বন্দনা মাগি'
নিঃশব্দে ফিরিয়া যায় ব্যর্থ অনুরাগে!
প্রগল্‌ভ ফুলের ভারে ভবনপ্রান্তিকে তব নীলমণি লতা
সুনীল মাঙ্গল্যহোমে আজো কি সাজায় অর্ঘ্য তরুণ প্রভাতে?
ভগ্নতপস্যার পরে সোনার অঞ্জলি করে প্রভাত তপন
আজো কি আশিস্ বহে তব আঙিনাতে?

প্রাসাদভবনে তব শূন্য কক্ষখানি রিক্ততার বেদনায় ভরা,
রঙে-সুরে কে ভরিবে আকাশ তাহার—
অতীন্দ্রিয় জগতের ঊর্ধ্বাকাশ পানে,
পাঠাবে কে সুরের লিপিকা, অক্ষয় সম্ভার !
তোমার অপূর্ব গানে শুনিয়াছি, মিলনের বিরহের বাণী,
তোমার উদ্ধতরোষে ভস্মীভূত হেরিয়াছি অসত্যের গ্লানি,
সহজ সুন্দর যাহা উদার মহান—
তাহাকে বরণ করি' রচিলে অপূর্ব গীতি শাশ্বত অম্লান !

(৩)

হে কবীন্দ্র ! জীবনের পানপাত্রখানি ভরেছিলে পূর্ণ করি
উচ্ছল আনন্দে—
বিধাতার বীণাযন্ত্র সম তোমার হৃদয়তন্ত্রী
বেজেছিল কতবার অনুপম ছন্দে !
তোমার সঙ্গীতধারা উঠিয়াছে সীমাহীন অলক্ষ্যের পানে,
তোমার গানের সুর মিশিয়া গিয়াছে আজি নিখিলের গানে,
নির্ঝরের কলগীতে, বনের মর্মরে,
পদ্মার কল্লোলে-গানে, প্রেমিকের মৃদু কণ্ঠস্বরে,
রাত্রির তপস্যালব্ধ হৃদয় ব্যথায়—
তোমার সঙ্গীত যেন লীন হয়ে আছে ছেয়ে এই বসুধায় !
রঙে ও রেখায় তুমি আঁকিয়াছ বিচিত্র এ জীবনের ছবি,
ব্যথায় বিধুর কিংবা আনন্দে উচ্ছল—
শত শত বরষের লাগি যে-গান গাহিলে কবি
আজো তারি লাগে দোলা প্রাণেতে বিহ্বল !

উর্বশী

(১)

প্রেমের পরাগে রাঙা হৃদয়ের শাশ্বত কামনা
না ফুটিল ফুল হয়ে পারিজাত বনে,
অন্তর মন্থিত সুধা উৎসারিল সিন্ধুবক্ষ হ'তে
না রহিল বন্দী হয়ে অতল শয়নে !
শতেক যুগের সেই শাশ্বত কামনা,
অতৃপ্ত পিয়াসাঘন আকুল বাসনা,
বিশ্বের প্রেয়সীরূপে মূর্ত হলো সাগর বেলায়—
তারি লাগি সুরাসুর স্তব্ধনেত্র অবাক্ বিস্ময়ে,
তাহারি বন্দনা গাহে প্রেম তিতিক্ষায় !

(২)

তার পদতলে মাথা কুটে সাগরলহরী,
বিস্রস্ত কুন্তলসহ উড়ে নীলাম্বরী,
সোনার গাগরিপূর্ণ অমৃতে গরলে।
বুঝি তাহারি ভ্রূভঙ্গে নাচে ধমনীর স্রোত,
সহস্র শিখায় তারি রূপবহ্নি জ্বলে!
ফুটে প্রেমশতদল তারি পদাঘাতে,
নিখিলের তরুণিমা জেগে উঠে তারি নেত্রপাতে,
প্রেমের পুলকে ঝরে আকাশের তারা!
তারি মোহ মদিরায় ত্রিদিবের রাঙাচিত্ত হলো আত্মহারা!
তার লীলায়িত লাস্যে নৃত্যের ছন্দে,
সঙ্গীত ঝরিয়া পড়ে প্রেম অভিষেকে—
প্রাণের গহনে যেন শুনি তারি নূপুর শিঞ্জন,
যৌবনের লুব্ধ আশা তারি লাগি' করে আকিঞ্চন,
নিখিলের দীর্ঘশ্বাস সাজাইছে তারি অর্ঘ্য প্রেমের আবেগে!
উদ্বেলিত মহাসিন্ধু তারি খর নূপুর শিঞ্জনে,
ঝরে যেন হৃদি 'পরে প্রেমের পরাগরাঙা গোলাপের দল,
কালের অতীত হতে গুমরিয়া কেঁদে উঠে কত দীর্ঘশ্বাস,
বিরহীর বক্ষে ফুটে বেদনার রক্ত শতদল।
বসন্তের মন্ত্রগুঞ্জরণে তোমারি রচিছে অর্ঘ্য প্রেমিক-প্রেমিকা,
কাজল নয়নতটে বিভাসিত ক্ষণে ক্ষণে প্রণয়-দীপিকা,
বুঝি অনাদি কালের স্রোতে পাঠাবে প্রেমের গান কিসের স্বপনে,
নৃত্যক্লান্ত উর্বশীর পদপ্রান্তে সে-গান মুরছি রবে নূপুর-বন্ধনে!
তোমার চরণস্পর্শে বসন্ত আসিল নামি' ধরণীর বুকে,
সহসা উঠিল জাগি চামেলী-বকুল—
মর্ত্যের বিচ্ছেদপাত্র উছলিল ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে,
হৃদয়ে রহিল আঁকা চরণ রাতুল!

(৩)

জানি তুমি এ মর-জগতে কভু না আসিবে আর,
রবে ফুটে ফুল হয়ে বিশ্ব-কামনার।
তব রূপ মাধুরিমা ফুটে রবে গোলাপে-চাঁপায়,
তোমার প্রেমের ব্যথা আঁকা রবে তরুণের হৃদি-কিনারায়!
ঘন বরষার ধারা-বরিষণে, বনের মর্মরে,
মরমের স্তরে স্তরে হৃদয়ের গোপন-বাসরে,
বাজিবে তোমার মধু নূপুরের ধ্বনি—
রক্তের তালে তালে তোমার বন্দনা গানে শুনি জয়ধ্বনি।
প্রেমশিহরণধন্য হৃদয়গহনে তাই ফুটে উঠো ফুল হয়ে,
অরূপরতন তুমি, ফুল্ল শতদল।
বিদেহিনী বধূ তুমি কবি-কল্পনায়,
চিত্তপটে চিরবন্দী রক্তিম-কমল!

অলকাপুরী

আমার গোলাপবাগে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়াছে ফুল !
ঝরকে ঝরকে হেথা ঝরিছে বকুল !
আম্রমুকুলের লাগি গুঞ্জরিছে দিশাহারা প্রমত্ত ভ্রমর,
পত্রপুষ্পভারানত মাধবীবল্লরী আজি রচে যেন ক্ষণতরে স্বপনবাসর !
আজি এই ফাগুনবিলাসে জাগে তরুমর্ম্মরে,
শতেক যুগের গান—
উত্তর মেঘের দরশনে তাই মাগি আজি ক্ষণিকের লাগি,
যক্ষবনিতার অভিজ্ঞান !

অলকাপুরী

রামগিরি শিখরে-শিখরে অতনুর প্রেমের লীলায়,
আজিও ফিরিছে যেন কার দীর্ঘশ্বাস—
কোন অলকার প্রেমিকার লাগি আজিও বেপথু চিত্ত,
স্রগ্ধরা-মালিনী ছন্দে রচি তাই হৃদয়-সন্তাষ!
মনে হয় কুণ্ঠায় লিপিকা রচি কমলপাতায়—
অকারণ পুলকের স্রোতে পাঠাইয়া দেই মম
হৃদয় বারতাখানি দূর অলকায়।
নাহি আজি প্রিয়ংবদা মাধবীবিতানে,
প্রিয় সহকারশাখে না বাধে অঞ্চল কারো শুধু অকারণে!
তির্যক নয়নে তাই,
অলকার পানে চাই,
কালের নেপথ্যে খুঁজি মহামুনি কণ্বের আশ্রম-
সে-প্রেম ধরার নহে তারি লাগি ক্ষণে ক্ষণে
উচ্চকিত মনের বিভ্রম!
উত্তর মেঘেরে তাই কানে কানে বলি,
এ কালের অলকাটি রয়েছে কোথায়?
ঘন নিকুঞ্জের নিরালা বাসরে, সবুজ ঘাসের 'পরে
কুহকী মনটী তাকে খুঁজে খুঁজে যায়!
কাব্যের অলকা বুঝি রয়েছে হেথায়?
সায়াহ্নে বাপীর তটে সুধাময় রক্তিম আলোয়,
পদ্মার প্রশান্ত বক্ষে, তন্দ্রাহীন রাত্রির কালোয়,
মনের বিলাসে আর প্রেম-তপস্যায়—
বিড়ম্বিত দীর্ঘশ্বাস লভিয়াছে কায়া আজি
প্রেমের পরাগে রাঙা এই অলকায়!

মেদিনীপুর হাওড়া প্যাসেঞ্জার

আফ্রিকার জাগরণ

হে আফ্রিকা, জন্ম তব সাগরের পালঙ্ক শয়ানে,
প্রখর সূর্যের তাপে, অরণ্যের গানে।
গহন অরণ্যে তব স্নেহস্নিগ্ধচ্ছায়,
হিংস্র শ্বাপদকুল নির্ভয়ে চরিত কত প্রদোষে সন্ধ্যায়!
তোমার উদ্ধত অরণ্যানী,
গগনে ভ্রূকুটি হানি,
মহোল্লাসে, জীবনের জয়গানে, চলিয়াছে আলোক-সঙ্গমে,
দাক্ষিণ্যে-মাঙ্গল্যে ভরি' স্থাবরে জঙ্গমে!
নদীর উচ্ছলবেগ উপল সংঘাতে
তুলিত ঘূর্ণীর স্রোত আঘাতে আঘাতে!
উৎখাত শিলার রাশি,
তরঙ্গ কিংকিনী তালে তুলিত প্রগল্ভ হাসি,
মিলাত তাহার ধ্বনি সাহারা-স্বপনে!

আফ্রিকার জাগরণ

অরণ্যের ধ্যান ভাঙ্গি একদিন অজ্ঞাত লগনে,
আলোকের হোমশিখা জ্বলিল প্রথম ওই নীলাঞ্চল কুলে !
নদীতটে জনপদ ভরি ফলে ফুলে
জানাইল নবারুণে স্বাগত-সংবাদ !
বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ
তাই উছলিল নীলতটভূমে, সভ্যতার প্রথম প্রসাদে,
নবীন প্রভাতে !
ওর নদীকূলশায়ী অরণ্য মাঝারে—
যেখানে দিবস মরে বৃক্ষের আঁধারে,
সেইখানে মিশরী কিষাণ
বাজালো উদাত্তকণ্ঠে সভ্যতার প্রথম বিষাণ !
বহুযুগ পরে—
উদ্ধত উলঙ্গ অসি রাখিয়া দক্ষিণ করে,
আরব বাহিনী এলো অশ্বক্ষুরে উড়াইয়া ধূলি ।
নিজ দেশ ভুলি,
কেড়ে নিল দর্পভরে ভূমধ্যসাগরতটে দক্ষিণবলয়,
দস্যুরূপে বিদেশীর হলো পরিচয় ।
সেদিন কি আফ্রিকার আশঙ্কার বাণী,
বশ্যতার দীনতার গ্লানি,
ওঠেনি আরণ্যগানে, বনের মর্মরে,
তরঙ্গের ক্ষুব্ধতানে, নির্ঝরের স্বরে ?
সেদিন কি সাহারায় জাগে নাই মরুর ক্রন্দন,
যেদিন বিজেতা আসি দাসত্বের নিগূঢ় বন্ধন,
তুলি দিল পায়ে ?
সপ্তর্ষির ক্ষুব্ধদৃষ্টি সেইদিন পড়েছিল গহন অরণ্যচ্ছায়ে,

লক্ষ লক্ষ মানবের ভীতত্রস্ত কুঞ্চিত ললাটে!
শতাব্দীর ঘাটে ঘাটে
পণ্য করি অগণিত দাসদাসী দলে,
বিজেতা বিজিত হল; ফিরে এলে তারি স্থলে
শ্বেতকায় নূতন বর্বর,
হিংস্রমূর্ত্তি, নগ্নদংষ্ট্রা, সুতীক্ষ্ণ নখর!
জীবনের নব এই পটভূমিকায়,
আফ্রিকা বিলীন হলো গহন আঁধার তলে অরণ্য ছায়ায়!

আজি তার ঘটিয়াছে নব উদ্বোধন,
সাম্রাজ্যের অন্তিমনিঃশ্বাসে হলো তার শৃঙ্খলমোচন!
সপ্তর্ষিমণ্ডলে তাই জাগিয়াছে সাড়া,
আদিম অরণ্য সাথে জাগিল সাহারা!
মুখর আজিকে যেন আকাশ বাতাস—
সুপ্তোত্থিত মহাজাতি বন্ধনশৃঙ্খল ভাঙ্গি,
ছাড়ে আজি আকস্মিক মুক্তির নিঃশ্বাস!

পৌষ সংক্রান্তি,

হারানো চাঁদ

যদি আঁখিতে দিলে না ধরা,
দিলে শুধু ক্ষণিক স্বপনে—
যদি হৃদয়কুম্ভটী মম
অমৃতে ভরিয়া দিলে অজানা খনে !
আকাশের চাঁদ যদি ডুবে যায় কোনদিন মাধবী রাতে,
রজনীগন্ধার গুচ্ছ যদিবা নীরবে কাঁদে তাহারি লাগি,
মূক বেদনাতে—
যদিবা তাহারি গন্ধ উতল হাওয়ার টানে,
ভেসে আসে পথ খুঁজি মোর বাতায়নে !
রিক্ত প্রহরে যদি আমার ভুবনটুকু ভরে দিয়ে যায়,
হারানো দিনের সেই রজনীগন্ধায় !
আমার জীবনপাত্র উপচি' উঠিল আজি তাহারি স্মরণে,
মুগ্ধ হৃদয় মম আবেশে ভরিয়া গেল মধুর স্বপনে !
এলে যদি তুমি আজি মাধবীরাতের সেই হারানো চাঁদ,
চৈতালী হাওয়ার মত এলে অকস্মাৎ !
তোমার হাসিতে ফুটিল আবার অশোক রজনীগন্ধা,
কুঞ্জে ফুটিল ফুল কোকিলের রবে, রজনী মধুরচ্ছন্দা !
আজি তব সাড়া জাগে ক্ষণে ক্ষণে উতল মনে,
মোর হারানো চাঁদটী যবে তোমার মুরতি ধরি এলো সঙ্গোপনে !

তুমি যদি হও কভু

(১)

তুমি যদি হও কভু আকাশের চাঁদ
আমি হব রূপালি নদী—
জোছনা-কিরণে মোর হৃদয় ভরিয়া যাবে
প্রেমের অঞ্জলি ভরি করিব নতি !
কুলুকুলু গান গেয়ে, চলিব অকূলে ধেয়ে
সাগর বিথারি যাব তোমার পানে—
যবে দূর চক্রবালে,
জ্বলিবে সাঁঝের ভালে,
তখন সেথায় তোমা ভোলাব গানে !
নৃত্যে না দিলে ধরা, দিবে অভিমানে !

তুমি যদি হও কভু

(২)

তুমি যদি হও কভু ফাগুন-ভ্রমর,
গুন্‌গুন্‌ সুরে গাও প্রেমের মন্তর,
আমি তবে হব ওগো মাধবী-বল্লরী,
মধুর বন্ধনে তুমি কাটাবে শর্বরী !
দূর সহকার শাখে—
কোকিল যদিবা ডাকে,
কি মন্ত্রে উঠিবে জাগি চূতমঞ্জরী !
অরূপ রতন তুমি, মরি গো মরি !

(৩)

তুমি যদি হও কভু আষাঢ়ের মেঘ,
গগনে আঁকিয়া যাও বিজলী রেখা—
প্রাসাদশিখরে মম ভবনশিখীটি যদি
মেঘডম্বরু সনে নাচিত একা !
আমি তবে হবো ওগো সুদূর পিয়াসী,
হৃদয়তন্ত্রীটি হবে নিখিল-বীণা—
ধারাবর্ষণের সুর উথলি উঠিবে দেহ মনে,
মত্তময়ূরী হবে হরষলীনা !
পড়িবে আষাঢ় মেঘ টুপুর টাপুর,
শাখে শাখে ঝুমঝুম বাজিবে নূপুর,
হৃদয়তন্ত্রীতে শত বাজিবে বীণা !

তুমি যদি হও কভু

(৪)

তুমি যদি হও কভু ব্রজের বাঁশরী,
আমি হব শ্রীরাধার চরণনূপুর,
যমুনার জল উথলি উঠেগো যদি বাঁশীর তানে,
আমি চরণের ধ্বনি হয়ে বাজাবো সে সুর !
যবে শ্রীমতী যমুনা চলে,
গাগরি ভরার ছলে,
মনে হয়, নূপুর না হয়ে হই পথের ধূলি—
চরণ পরশে তাঁর,
ধূলি তো রব না আর,
ফুটে রব শতদল, আপনা ভুলি !

হিমালয় পটভূমে

হে দেবাত্ম হিমালয় ! মধুর প্রসন্ন হাস্যে
কুড়ায়েছ তুমি কত ভক্তের প্রণাম—
যুগান্তের বিনিদ্র প্রহরী তুমি,
চিরযৌবনে অভিরাম !
শীর্ষে তোমার উদ্ধত কিরীট, শুভ্র সমুজ্জ্বল,
যুগান্তের তুষার-বৈভবে তব ভুবন উজ্জ্বল !
কালের স্বাক্ষর নাহি রেখে গেল চিহ্ন কোন ললাটে তোমার,
চিরযৌবনের রাজটিকা জ্বলিতেছে কোটিবর্ষ'ধরি' অলক্ষ্যে সবার !

তব জটাজাল হ'তে উৎসারিত রজতপ্রবাহ,
উপলশৃঙ্খল ভাঙ্গি' ছুটে যায় এঁকেবেঁকে সাগরসঙ্গমে,
উন্মত্ত পর্জন্যদল মাথা কুটে শিখরে তোমার,
ধারাসারে ভেঙ্গে পড়ে স্থাবরে জঙ্গমে!
তোমার সোহাগে হেথা সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অনুরাগ,
এঁকে দিয়ে যায় হিমলশিখরে শতবরণের অনুরাগ!
তামসী নিশীথে যবে আকাশের চন্দ্রাতপতলে,
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হীরা পান্না জ্বলে,
তাহারি বর্ণের ছটা রচে যেন স্তরে স্তরে
শত স্বপনের ইন্দ্রজাল—
তারি ছায়াতলে কুবেরের পুরী,
তাহারি উপান্তে ফুটে কনক-মৃণাল!
সেই স্বপনের পুরে, সেই প্রেম-অলকায়,
যক্ষ ও কিন্নর যেথা গাহে গান প্রেমের লীলায়,
স্রগ্ধরা-মালিনী ছন্দে যার লাগি রচে গীতি পৃথিবীর কবি,
উত্তর মেঘটী চলে আশ্বাসে যাহার নিয়ে সাথে প্রেমিকার ছবি!
সেই দূর হিমল আবাসে,
সজল মেঘের ধারা ঝরে যেথা গ্রীষ্মের নিঃশ্বাসে,
তারি সানুদেশে হেরি ক্ষণে ক্ষণে নীলাঞ্জন ছায়া,
বনানীর শ্যামসমারোহে দিয়েছে বিছায়ে সে যে স্বপনের মায়া!
তুমি সেথা হ'তে নামো ধারারোলে,
চকিত পুলকে বিপুল হিল্লোলে,
ঢালো স্বরগের কত বারি—
তুমি নিখিল ছাপিয়া ধেয়ে চলে যাও,
স্বরগের বারি সাগরে মিলাও,
তুমি তুষারে গলিয়া পলকে পলকে কোন পথে দাও পাড়ি!

হিমালয় পটভূমে

কৈলাস-শিখরে তুমি রচিয়াছ মহেশভবন,
সোনার অঞ্জলি ভরি' তোমায় নমিছে তাই প্রভাত-তপন !
তোমার উপান্তে বসি তাপসী উমা,
প্রিয় সখিদলে মিলি গাঁথিয়াছে আনমনে কুবলয়হার,
ফণীবন্ধনশান্ত মহেশের পদপ্রান্তে সে-মালা শুকায়ে গেল,
নিজ অনুপম তনু দিয়ে সাজাইলে তাই উমা অর্ঘ্যটী আবার !
তোমার কনককান্তি মেঘ-বাতায়নে,
আজিও চমকি উঠে বিজলীর সনে !
তোমার বন্ধুর পথে,
নব জীবনের রথে,
ক্ষতবিক্ষত পদে,
আজিও চলিছে যাত্রী নয়ন উজল—
দুর্বার আহ্বান তব ফিরিবার নাহি কোন ছল !
তোমার হিমলক্রোড়ে মোরে আজি ডাক দিয়ে যাও,
তোমার শীতল হস্তে প্রলেপ বুলাও !
হেরি তব পক্ষপুটে, নিভৃতে নিরালে,
অতীত কালটি যেন রয়েছে থমকি'।
তাহারি ইঙ্গিত যেন ভেসে উঠে চূড়ায় চূড়ায়,
তাহারি আহ্বানে হিয়া উঠেছে চমকি !
কহিব তোমাকে তাই নত করি শির,
অলকাপুরীর কাছে প্রিয়া লাগি বেঁধে দাও একখানি নীড় !
কুটীরে থাকিব প্রিয়া—
ভবনশিখীটি নিয়া,
একান্তে নাচাবে তারে চরণে অধীর !

নগর তোরণ দ্বারে,
অশোক পুষ্পের ভারে,
বিকশি' উঠিবে তার চরণ-তাড়নে,
সে মুখমদিরা লাগি,
প্রেমের সোহাগ মাগি,
ছুটিব বিকলচিত্ত কুটীরের পথে—
মনের বিভ্রমে ভুলি
হৃদয়-দুয়ার খুলি,
চলিব মানসতীর্থে অনন্তের রথে !

ভ্রষ্টনীড়

বাল্যস্মৃতি বিজড়িত দূর পল্লীবাসে মন মোর
ছুটে চলে যায় ! প্রগল্‌ভ দিনের ভীড়ে নিরঞ্জন
ক্ষণ যদি মধুর প্রসন্নহাস্যে হানা দেয় মনের
দুয়ারে, মোর মন-পটভূমে জেগে উঠে বারেবারে
পল্লীর মধুর স্মৃতি স্নেহের প্রলেপ দিয়ে
ঢাকা ! কত মুকুল সম্ভারে নত সহকার শাখা
হাতছানি দিয়ে ডাকে ; কুটীর প্রাঙ্গনে ফুল্ল
মাধবীবল্লরী ফুলভারে অবনত, সবুজগুণ্ঠন
টানি' যেন সে ডাকিছে মোরে নীরব ভাষায় ;
শীর্ণকায়া নদীখানি যেতে বাঁকেবাঁকে আবার
ফিরিয়া চায় বহুদূর হতে , গ্রাম থেকে যেতে
যেন নাহি সরে মন ! শুনি তার তরঙ্গের
কুলুকুলু ধ্বনি ; ভেসে আসে সুর তার
ক্ষণিক খেয়ালে স্বপ্নের ওপার হতে বারংবার
মধুর গুঞ্জনে। অলস সন্ধ্যায় কভু মন মোর
উড়ে চলে যায় সুদূর পদ্মার তীরে ; গ্রামবধূ
যেথা গাগরি ভাসায় জলে, যেথায় সন্ধ্যার
আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে তরঙ্গ চূড়ায় !
প্রভাতের প্রসন্ন আলোয় শঙ্খচিলগুলি চক্রাকারে
ঘুরে উর্দ্ধাকাশে, গাহন করিয়া উঠে আলোর বন্যায় !

ভ্রষ্টনীড়

কভু দিকচক্রবালে চলে পণ্যবাহী অসংখ্য তরণী
তরঙ্গশিখরে নেচে, বায়ুবিদ্ধপালগুলি ক্ষিপ্রবেগে
টেনে নিয়ে যায় বিপুল পণ্যের বোঝা দেশ হতে
দেশান্তরে। নদীতীরে কুটীরের অস্ফুট আলোক
জ্বালে যেন সন্ধ্যাভালে রহস্যের টীকা! সহসা
আঁধার টুটি' পূরব দিগন্তে যবে ভেসে উঠে
চন্দ্রিমার রজতবলয়, পুরললনারা সাজায় স্বহস্তে
যেন গৃহে গৃহে বরণের ডালা, শতেক যুগের
কাব্য ছড়ায় সুষমাভার হৃদয়ের পরতে পরতে!
আধো-আলো আধো-ছায়া পল্লী জনপথে
এখনো হয়তো উঠে বাঁশরীর ধ্বনি, এখনো
হয়তো গাহে কোকিলেরা গান, হয়তো পদ্মার
তীরে এখনো উচ্ছ্বসি' উঠে দিনশেষে মধুচ্ছন্দা
ভাটিয়ালি সুর।

হায় কবি! সে সুখ তোমার নহে;
নহে, নহে, নহে। পূর্ব বঙ্গভূমে ফেলে-আসা
ভ্রষ্টনীড় লাগি যদি বা নিভৃতে ঝরে বেদনার
রক্ত অশ্রুদল, যদি কভু সর্বস্ব তেয়াগি
ধূলায় ছড়ায়ে দাও জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিভার
ক্ষণবিস্মরণে, কেহ আর দিবে নাক' বাধা!
তবুও প্রগল্ভ দিনে অকস্মাৎ খুঁজে-পাওয়া
ক্ষণিক বিলাসে হেরিবে মানসপটে আঁকা যেন
ভ্রষ্টনীড় সুধার আধার! হে কবি, সুদূর
পশ্চিম হতে তার লাগি শেষের তর্পণে
পাঠাবে না একদিন শেষ নমস্কার?

হে বিদেহী, চির প্রিয়তম

(১)

আষাঢ়ের অশান্ত পবনে,   মন যেন নাচে অকারণে
যেতে চায় নিরুদ্দেশে মেঘের মতন।
তাই বুকেতে তুফান বহে,   সীমারেখা নাহি যেন রহে,
সাধ যায় মরি যেন মধুর মরণ
আজি মেঘমল্লারে সাধা,   মোর হৃদয়তন্ত্রীটি বাধা
সহসা কিসের টানে জাগে আচম্বিতে!
মোর উন্মুখ হৃদয় দ্বার,   বুঝি রোধিতে নারিনু আর
খুলে দিনু লক্ষদিকে আজিকে নিশীথে!

হে বিদেহী, চির প্রিয়তম

(২)

যদি আজি মেঘ গরজনে, প্রাণ মোর নাচে ক্ষণে ক্ষণে
উলসিয়া সাড়া দেয় কাজরিগাথায়,
যদিবা চোখের দুই কোণে, বিজরী স্বপন শুধু বোনে,
আষাঢ় মেঘের মায়া নয়নে ঘনায়,
যদি চরণে নূপুর বাঁধি, প্রাণের আবেগে তোমা সাধি
হে চিরসুন্দর তুমি, হে চিরবিরহী,
যদি মোর মুখমদিরায়, যদি মোর হৃদি যমুনায়
তোমার সুধার ভাণ্ড যুগযুগ বহি,
তুমি কি নিমেষ তরে আজি, আষাঢ়ের কল্পলোক ত্যজি
কায়া ধরি আসিবেনা জীবনের মাঝে ?
হৃদয়ের মর্মমূলে পশি, জীবনের দ্বারপ্রান্তে বসি
শুনিবে না রক্তে রক্তে কী সঙ্গীত বাজে ?

(৩)

ডাকে শোনো গুরুগুরু মেঘ, তোমায় করিতে অভিষেক,
হৃদয়ে তোমার লাগি কি দিব পাতি ?
বিস্রস্ত বসন যেন আজি, না রহিল বক্ষে মোর সাজি
উতলা হাওয়ায় মোর নিভে গেল বাতি !
যদি আজি করপুটে মাগি, তোমারে নিকটে মোর ডাকি
নিবিড় নিকষ কালো আঁধার-বাসরে,
হে বিদেহী চির প্রিয়তম, না রহিও অতনুর সম
কায়া ধরি বেঁধো মোরে প্রেমের স্বাক্ষরে !

আনারকলি

আজি এই গোধূলি লগনে সায়াহ্নের পটভূমিকায়,
দূর চক্রবালে হেরি অস্তরাগ নিঃশেষে মিলায়!
দিনের সঙ্গীত যেন মিলে যায় প্রত্যাসন্ন রাত্রির জোয়ারে,
শতাব্দীর নিঃশব্দ ক্রন্দন মৃত্যুর বন্ধন টুটি' আচম্বিতে চাহে উঠিবারে!
রূপসী রাত্রির এই চন্দ্রাতপ তলে,
জোছনার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে সহস্রশিখায়—
তাহারি বৈভবে স্নাত শুচিস্মিত সমাধিভবন
ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত বিভাসিত নিজ মহিমায়!
তারি নীচে পাষাণবন্ধন তলে,
আনারের প্রেমশিখা জ্বলে যেন আপনারি দেহ-হোমানলে!
বুঝি তাহারি সৌরভস্নাত চামেলী বকুল,
আজিও ঝরিয়া পড়ে ব্যথায় আকুল!
বসন্তের বিদায় সম্ভাষে শুনি যেন আনারের অন্তিম-নিঃশ্বাস,
মৃত্যুর পেয়ালা ভরি' বেদনার রসে,
কোন নীলকণ্ঠ লাগি রাখিল আনার হেথা প্রেমের নির্যাস!
বুঝি বিধাতার দীর্ঘশ্বাস তাই,
পত্রপুঞ্জে শ্বসিছে সদাই।

ক্ষমাসুন্দর নয়নের জল তাঁর নিভৃতে পড়িল বুঝি ধরাতল চুমি,
তারি অভিষেকধন্য স্মৃতিসৌধখানি
নিখিল বিশ্বের লাগি রচিয়াছে প্রেম-তীর্থভূমি !
মুঘলদম্ভের অস্তাচলে আসি—
পৃথিবীর এক কবি বাজারে তোমার লাগি পূরবীর বাঁশী !

(২)

কবে একদিন সিকান্দ্রার পাষান ভবনে এক রাজার কুমার,
প্রণয়ের অঙ্গীকারে বেঁধেছিল আনারের ক্ষীণ দেহভার !
কত মধু অভিসার-লগ্ন পূর্ণ হলো বসন্তের সৌরভ-সম্ভারে,
প্রেমের স্বাক্ষর কত রয়ে গেল সিকান্দ্রার গোপন-বিহারে !
শাহ্‌জাদা সেলিমের নিভৃত ভবনে, প্রণয় বিলাসে,
পড়েছিল ঝরে ঝরে কণ্ঠচ্যুত গোলাপের দল—
স্বর্ণ প্রদীপ হ'তে বিচ্ছুরিত আলোকের শিখা,
উচ্ছ্বসিত হিল্লোলিত লাবণ্যের লিখা,
আনারের পদপ্রান্তে দিয়েছিল এঁকে যেন রক্ত শতদল !
ক্ষীণ তনু ঘিরি মূরছি রয়েছে যেন বিশ্বের লালিমা,
দেহবল্লরী ঘিরি যৌবনের পুলকবিস্ময় থমকি' রয়েছে পড়ি নাহি তার সীমা !

(৩)

হায় ভীরু প্রেম ! কে তোমা সম্মান দিবে সিকান্দ্রার পাষান-ভবনে ?
রাজরক্তের নৈকষ্যকৌলীন্যে অবগাহি,
উদ্ধত মুঘলবংশের দৃপ্ত বাদ্‌শাহী,
কেমনে নোয়াবে শির অন্ত্যজ-চরণে !
বহে যার শিরায়-শিরায়, রক্তের প্রতি কণিকায়,

তৈমুর ও চিঙ্গিজের শোণিতের ধারা—
বংশগরিমালোপে অন্ত্যজের স্পর্ধা হেরি
রুদ্ররোষে আকবর হন আত্মহারা।
নির্মম পরুষকণ্ঠে বাদশাহ দিলেন আদেশ,
না ভাবিলেন হৃদয়ের কথা—
অগ্নিবর্ষী রাজরোষে মুহ্যমান হলো দুই প্রাণের বারতা!
কহিলেন, "দাও ওকে জীবন্ত সমাধি।
লুপ্ত হোক স্পর্ধা ওর জীবনের মত হতে শাহ্‌জাদী!"

(৪)

সম্রাটের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হলো যবে আদেশ কঠোর,
মৃত্যুর হিমল স্রোত বহে গেল আনারের দেহ-লতিকায়,
কম্পিত হৃদয়ে তার ক্ষণিক স্তম্ভিত হলো জীবনের স্রোত,
শুধু, হৃদয় রহিল জাগি' প্রেম-বর্তিকায়!
সেদিন ব্যাকুল আঁখি না মানি প্রবোধ,
শঙ্কায় কি খোঁজে নাই রাজার দুলালে?
দুইটী ব্যাকুল বাহু প্রাণপ্রিয় লাগি'
পূতপ্রেমে উদ্বোধিত শেষ স্পর্শ মাগি'
সহসা সম্বরি' যেন নিজেকে ভুলালে!
ভাবিলেন প্রত্যাসন্ন সম্রাটের রোষ বজ্রবহ্নি বেগে
আঘাত হেনেছে বুঝি সেলিমের 'পরে—
তাই বুঝি রাজার কুমার আনারের মৃত্যুসন্ধিক্ষণে,
না দিল চোখের দেখা ক্ষণিকের তরে!
হায়! কোথায় সেলিম, কোথা রাজার কুমার!
না দিল চোখের দেখা কিসের লাগিয়া?
বুঝি, মণিমুক্তাপ্রবালের দীপ্তছটাজালে

শঙ্কিত নারীর প্রেম পড়েছে ঢাকিয়া !
হায় ইতিহাস ! তব ছিন্নপত্র উড়ে গেছে দিল্লীর ধূলায়,
উচ্ছিষ্ট বারতা তব কিম্বদন্তী করেছে লুণ্ঠন,
সময়ের পসরায় যে-সত্য লুকিয়ে আছে যুগযুগ ধরি'
কে মুক্ত করিবে আজ তাহার গুণ্ঠন ?

(৫)

জীবন যাহারে দিল ফাঁকি,
মৃত্যু তারে তুলি নিল কোলে—
অমরত্ব দিল তার ললাটেতে আঁকি,
পাঞ্চজন্য শংখ বাজে তারি কলরোলে !
তাহারি লাগিয়া যেন লাহোরের পাদপীঠিকায়,
আনারের ক্ষীণ দেহ সম,
বাদশাহ রচিলেন প্রণয়ের অপরূপ তাজ,
শুচিস্মিত, স্নিগ্ধকান্তি, মূর্তি অনুপম !
অতীত প্রেমের তর্পণে তাই বাদশাহ জাঁহাগীর,
লিখিলেন আনারের সমাধির পাশে—
"হে প্রেয়সী, তুমি যদি দেখা দাও ফিরে আরবার,
সমস্ত জীবন আমি ধেয়াইব বিধাতার মহিমা প্রকাশে !"

(৬)

কোথা বাদশাহ আজি, কোথা তার তখ্‌ত-তাউস,
নিষ্ঠুর পাষানতলে সমাহিত আজি তার শুষ্ক ইতিহাস,
কালের দুর্বার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে মণিমাণিক্যের ছটা,
উদ্ধত মুঘলগর্ব হয়েছে বিনাশ !

মৃত্যুর কবল হ'তে ছিনিয়ে রেখেছে প্রেম,
মৃত্যুহীন আনারের অন্তিম সমাধি,
কালের চলার-পথে সে যে কহে তারি কানে,
"প্রেমের পূজারী আমি, কারো কাছে নহি অপরাধী !"
আজিও বসন্ত আসি পরম সোহাগে ঢালে,
সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অস্তরাগে—
শত বরণের লিখা সমাধির মিনারে-মিনারে,
শত ফাগুনের অনুরাগে !
বুঝি অনির্বাণ প্রেমশিখা তার,
শাশ্বত আশিস্ বহি কোন বিধাতার,
উঠিয়াছে অচঞ্চল অলক্ষ্যের পানে—
প্রেমের দেউলে বুঝি জ্বালাইবে সোনার দেউটী
লক্ষ বরষের লাগি অতীন্দ্রিয় গানে !

(৭)

আনারকলির লাগি গড়ে নাই কেহ কভু বিলাসের তাজ,
তাহার প্রেমের স্বপ্ন গড়েছে যে মহাকাব্য,
শুনি তারি কলধ্বনি জীবনের মাঝ !
বিমূঢ় বিপুল শোকে,
অশ্রুকলঙ্কিত চোখে,
থমকি চাহিয়া দেখি সমাধির নিচে ঢাকা হৃদয়ের অকলঙ্ক চাঁদ !
বিলাসের তাজ নহে আনারের লাগি,
নহে তার লাগি সলজ্জ বধূর প্রেম, জীবনের অফুরন্ত সাধ !

(৮)

ওগো দরদী মানব, ওগো প্রেমের পূজারী !
প্রেমের এ তীর্থক্ষেত্রে নিদ্রামগ্না চিরতরে যবনকুমারী !
হেথা কহিও না কোন কথা, না গাহিও গান,
অব্যক্ত রাখিয়া দাও সকল কাহিনী,
মুখর হৃদয় তব স্তব্ধ হোক ক্ষণেকের তরে,
ক্ষান্ত হও, নম্র হও সমাধিচারিনী !
শতাব্দীর পরপার থেকে পাঠাইয়া দাও তারে একটী প্রণাম,
কষ্টক্লান্ত আনারের হৃদয ঝঞ্ঝায় আজি,
লভিতে দাওগো বন্ধু শেষের বিশ্রাম !

হে রুদ্র সন্ন্যাসী

(১)

হে মার্তণ্ড দেব !
তোমার পিঙ্গল জটাজালে সমাচ্ছন্ন রক্তহীন গ্রীষ্মের আকাশ,
ক্ষমাহীন রুদ্ররোষে দগ্ধ আজি বিশুষ্ক প্রান্তর !
বসন্তের শ্যাম শোভা নিঃশেষে লুণ্ঠন করি,
করেছো বিদীর্ণ তুমি ধরার অন্তর !
তোমার উত্তপ্ত শ্বাসে ঝরে পড়ে বৃক্ষ হ'তে বৃন্তচ্যুত ফুল,
স্তবকে স্তবকে ঝরে কোরক-মুকুল !
তব রুদ্ররোষে জ্বলে যায় পুড়ে যায়,
পত্রহীন শাখায় শাখায়,
মুমূর্ষু বিগতকান্তি শীর্ণ কিশলয় !

হে রুদ্র সন্ন্যাসী

বিপুল বহ্নির জ্বালা বিচ্ছুরিত প্রচণ্ড বিক্ষোভে,
মূর্চ্ছাহত দিগন্তরে রয়েছে স্বাক্ষর তব, জয় তব জয়!
হে নিষ্ঠুর দেব! তব নেত্রপাতে উৎসারিত দিশিদিশি দহনের জ্বালা,
তোমার ভয়ালরোষে জ্বলে উঠে আদিগন্ত মরীচিকা মালা!
ধরার অন্তর হতে গুমরিয়া উঠে যেন পুঞ্জীভূত নিরুদ্ধ ক্রন্দন,
প্রোজ্জ্বল শ্মশান সম লোলজিহ্ব নিখিল ভুবন!
লক্ষমুখ মেলি তাই বারিভিক্ষু ঊষর প্রান্তর,
ঊর্দ্ধমুখে হতাশ্বাসে বারিধারা যাচে নিরন্তর!
হে রুদ্র সন্ন্যাসী, তব তাম্রকমণ্ডলু হ'তে ঢালো পূর্ণ ধারাসারে,
নিরন্ধ্র বারির ধারা ঢালো নিরন্তর—
মেলে দাও কালবৈশাখীর জটা,
বজ্রের ঘর্ঘর ধ্বনি, বিদ্যুতের ছটা,
আঁধারে-আলোকে রচো চিত্র ভয়ঙ্কর!
আজি, পিঙ্গল পাংশুল জ্বালা নিঃশঙ্কে গলিয়া যাক,
হোক আজি নাদগর্ভ প্রবল বর্ষণ—
মেঘস্নাত ধরনীর উন্মুখ হৃদয়খানি
পদ্মকোরকসম যাক খুলে, যাক্ অকারণ!
তোমার মঙ্গলকুম্ভ নিঃশেষে উজাড় করি,
ঢালো আজি স্নিগ্ধধারা তপোক্লিষ্ট ধরনীর বুকে—
খিন্ন বিশীর্ণকান্তি গুপ্ত দেহ তৃণাঙ্কুরগুলি
তোমার প্রসন্ন স্নেহে উঠুক বাঁচিয়া নব জীবনের সুখে।

শরতের বঙ্গশ্রী

(১)

নির্মেঘ নীল আকাশের ছায়,
শ্যাম অবগুণ্ঠন ঘেরা বনের মায়ায়,
বিছায়েছ আসন তোমার, হে মাতঃ বঙ্গ !
বিধাতার আশীর্বাদ সাজায়েছে তোমা আজি রাজরাণী বেশে,
দিয়েছে বিছায়ে হেথা শ্যামল পালঙ্ক !
নব তৃণদলে, কনকবরণ ধান্যে,
নদী ও মেঘের আশিষে বদান্যে,
কী পুলকে আজি ঝলকিছে তব অঙ্গ !
শ্যামতনু 'পরে পড়ে ঝরি ঝরি
গলিত সোনার তরঙ্গ !
তোমারে প্রণমি আমি হে মাতঃ বঙ্গ !

(২)

তোমার প্রান্তরে আসি ক্ষিপ্র নদীবেগ,
তোমার আকাশে আসি শরতের মেঘ,
অলস মন্থর গতি শিশুর মতন !
কোথা যাবে নাই ত্বরা,
পুলকে হৃদয় ভরা,
স্বপনের জড়িমায় ভুবনমোহন !
রাত্রিতে চাঁদিমা আসি গাঁথি তারা-হার,
নদীর মুকুরে হেরে মুখখানি তার !
আঁকা বাঁকা নদীতীরে কাশবন দুলে ,
নলখাগরের বন নাচে হেলে দুলে !
গ্রামের বধূটী সাঁঝে গাগরি কাঁখে,
অলক্তরঞ্জিত পদে আসে নদীতীর,
পদক্ষেপে ফোটে তার রক্ত শতদল,
দেহের সুগন্ধে বায়ু উচ্ছল মদির !
যখন গোধূলি নামে রক্তিম সন্ধ্যায়,
গোষ্ঠ হতে ধেনু আসে ঘরে,
গৃহবধূ হাতে নিয়ে সাঁঝের প্রদীপ,
সাজায় তুলসীমঞ্চ কত প্রীতিভরে !

(৩)

মাথায় ধানের বোঝা কৃষকেরা চলে গৃহপানে,
প্রথম শীতের বায়ু আনিছে নবান্ন-বার্তা পথিকের কানে !
সাঁওতাল গ্রামে শুনি বাজিছে মাদল,
ঝুমুর-ঝুমুর নাচে হৃদয় পাগল !

শরতের বঙ্গশ্রী

বঙ্গের আঙিনা ভরি' ঝলমল্ করে তাই আলোর তরঙ্গ,
বাঙালীর ঘরে ঘরে পরম সোহাগে তুমি এলায়ে দিয়েছ নিজ অঙ্গ !
জীবনের সব প্রীতি ঢালি তাই একটী প্রণামে,
রাখি শির তব পদে, হে মাতঃ বঙ্গ !

সাঁওতাল দম্পতী

রঙ্‌টী তাহার ছিল নিকষ সুন্দর,
ফুলদল ছিল তার কবরী ও কর্ণে,
খুশীর ঝলকে তার লীলায়িত তনুখানি,
হয়েছিল মধুচ্ছন্দা অপরূপ বর্ণে !
তার গতি ছিল নৃত্যের,
মঞ্জীর বাজিত তার ফুল্ল চিত্তের,
আঁখিতে বিদ্যুৎ তার কহিত কথা—
তার ধূপছায়া শাড়ীফাঁদে কালো দেহবল্লরী,
ভ্রমর গুঞ্জন সম কহিত বারতা !

সাঁওতাল দম্পতী

তার নিটোল যৌবন তাই,
ফেনিল সুরার মত উচ্ছল সদাই,
তাই, প্রাণভরা গান তার খুশীর ঝলকে,
ফুটিত ফুলের মত স্তবকে স্তবকে !
পাশেতে বধুর বাঁশী কী কথা কহিত কানে কানে—
কত না অথই ঢেউ বহিত পরাণে !
ফুটিত মনের মাঝে রাশি রাশি রঙীন পলাশ,
ঝরিত নয়ন হতে মধুক্ষরা প্রেমের উল্লাস !
প্রগল্‌ভ হাসিতে তার বাজিত যে ঝর্ণা-নূপুর,
বুকেতে তুলিত ঢেউ উত্তাল সিন্ধুর !
বধুটী পাশেতে তার, হাতেতে বাঁশরী
ক্ষীণ কটিতট ধরি পরম সোহাগে—
সম্মুখে এগিয়ে চলে, নিঃশঙ্ক হৃদয় মন,
প্রিয়াকে পাশেতে নিয়ে অন্ধ অনুরাগে !
সহজ সুন্দর স্নিগ্ধ ওদের জীবন,
হৃদয়ে মালিন্য নাই, নাহি অভিযোগ—
আদিম সারল্য তাই থমকি' রয়েছে প্রাণে-প্রাণে,
প্রকৃতির নীড়ে তাই জীবনসম্ভোগ !

মেদিনীপুর হাওড়া প্যাসেঞ্জার

বাসন্তিকা

ফাগুনে এসগো তুমি বনপথ বেয়ে,
পথে পথে ঢেলে ফুলদল—
এসো গোলাপবিছানো পথে,
এসো রঙীন মনের রথে,
সবুজ ঘাসের বিছানো আঁচল তোমারি পরশে ঝলমল!

তোমার চলার পথে সুরভিত ছায়া বীথিতলে,
ঝরে পড়ে ফুলদল লঘু তব চরণের তলে;
আজিকে অশোক পলাশচম্পায়,
রক্ত গোলাপের গন্ধবন্যায়,
এঁকে দিয়ে যায় মনের পাতায় কত অলকার কাহিনী!
শত উৎসবে তুমি পরিয়াছ কত ফুল-আভরণ,
ফুলেরি নূপুরে তব জড়ানো চরণ,
কাহার লাগিয়া তুমি বিশ্বচিত্তহারিনী!

বাসন্তিকা

তোমার চরণস্পর্শে,
ধরণী জাগিল হর্ষে,
তার বিরহের পাত্রখানি ভরিল আনন্দে !
দিক্‌চক্রবাল হ'তে সরে গেল হিম-উত্তরীয়,
প্রেমের অঞ্জলি ভরি' আসিল রূপসী রাত্রি অতি রমনীয়,
বিশ্বের সুষমা তাই তব পদ বন্দে !

আজি যেন উর্বশীর লাগে ছোঁয়া পাতায় পাতায়,
উন্মন ফুলের গন্ধ তাই যেন ভেসে আসে বনবীথিকায়,
চিরযৌবনের ছন্দ যেন হিন্দোলিত আজিকার ফাগুন-উৎসবে,
ধরণীর পানপাত্রখানি ভরা যেন কানায়-কানায় মধুর আসবে !
ঋতুরাজ নৃত্যে তাই ফুটে উঠে শত শত বনানীর ফুল,
উদাসী কোকিল গাহে প্রিয়া পথ চাহি হৃদয় আকুল,

আজি ওই ছন্দোময়ী ধরণীর দ্বারে—
অনাদি যুগের সাকী মৃদুকণ্ঠে বারংবার ডাকিছে তোমারে !
বৎসরান্তে আসে যে ফাগুন,
বিরহীর চিত্তে জ্বালি' প্রেমের আগুন,
স্বর্গের অমরাবতী রচি' মর্ত্যে ক্ষণিকের লাগি'—
তারি আবাহনে নিরুদ্ধ কামনা শত স্তবকে স্তবকে উঠে জাগি !

আষাঢ়ে

গুরু গুরু মেঘমৃদঙ্গ বাজে,
নাচে কলাপী পেখম তুলে—
মেঘ-অঞ্জন আকাশে চমকে বিজলীঘন,
ক্রূর সর্পিনী সম মাথা কুটে উদ্ধত তালবন,
নীড়ভ্রষ্ট পাখী ছুটে পথটি ভুলে !

এ মেঘসন্ধ্যায় ঘোর বাদল চিরে,
শুভ্র ফেনের মত ছুটিছে বলাকা—
অকরুণ আকাশের দিক্‌চক্রবালে,
সুরশিল্পী হাতে যেন ছবিটি আঁকা !

আষাঢ়ে

আষাঢ়ের আবাহনে মেতে উঠে ক্ষণে ক্ষণে,
খরধারা কসাইয়ের জল,
শুভ্র কাশের গুচ্ছে উচ্ছ্বসিয়া ভেঙ্গে পড়ে
তন্দ্রাহীন আষাঢ়ে বাদল !

আজি এই ছায়াঘন বাদল নিশীথে,
পরাণ কাহারে খোঁজে ভিতরে-বাহিরে,
যার লাগি হায় এই নিশি এলো,
সেই আজি কাছে নাহি রে !

শয়ন শিয়রে মোর বৃথা জ্বলে কনক প্রদীপ,
বৃথাই পবন কাঁদে মাধবীলতায়—
মেঘ-অবগুণ্ঠনে ঢাকা দূর বনভূমে
না বাজে নূপুর কারো প্রেম-প্রতীক্ষায় ।

খুঁজি তাই বারে বারে অতীতের সুখসাধ
মধুর স্মৃতিতে ভরা মনের পাতায়—
তাইতে প্রাসাদ রচি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,
তাইতে স্বপন রচি মন-বিদিশায় !

মোর প্রাণের কামনা আজি শতশত ফুল হয়ে ফুটে,
কদম্বকেশর সম প্রেমভারে বিকশিয়া শিহরিয়া উঠে,
কাহার লাগিয়া যেন এই বরষায়—
বিধুরা প্রেয়সী বুঝি পাঠাইবে হৃদয়-বারতা,
অশ্রুনিষিক্ত চোখে প্রেম-লিপিকায় !

আষাঢ়ে

আজি মেঘকজ্জল গগনে, গুমরিছে ক্ষণে ক্ষণে,
পুঞ্জীভূত বরষার মেঘ,
চলচপলার ললিতনৃত্যে হেরি মনকুরঙ্গীর নাচ,
তাই বর্ষণঘন আষাঢ়ের করি অভিষেক !

ওগো, কোথা তোরা অভিসারিকা—
কবরীবন্ধে দাও নবমল্লিকার মালা, কণ্ঠে বকুল মালিকা
আজি গাহো মেঘমল্লারে সখি নব বরষার গান—
ঝরিয়া পড়ুক সুরের ধারায় শতেক যুগের মধু,
মোর উৎকণ্ঠিত বিরহের হোক্ অবসান !

লালবাঈ

(১)

মল্লভূমের রাজপুরীতে, প্রমোদ-নিকেতনে,
গভীর রাতে নৃত্য হ'লো স্থরু,
যবন-নটী লালবাঈয়ের ঘুঙুর বোলে-বোলে,
শতেক চিত্ত কাঁপে দুরু দুরু।
ঘাঘরা তাহার উড়ে নিপুণ ছাঁদে,
সূক্ষ্ম ওড়না রয়না দেহের ফাঁদে,
বেনীবদ্ধ কবরী তার তুলে কঠিন ফণা—
পিচকিরিতে ভরি গোলাপজল,
সুদর্শনা দাসীর দল ছড়ায় শীকর-কণা!

(২)

আজি অগুরুতে বাতাস ভারাক্রান্ত,
প্রমোদ ঘরে চপলনৃত্যে চরণ অশান্ত,
উঠলো জ্বলে ঝাড়বাতিতে আলোর ফুলঝুরি,
নূপুরের নিক্কণেতে মুখর হলো মল্লরাজপুরী !
আজি মৃদঙ্গের তালে তালে দেহলতার দোলে,
সুর্মাটানা আবেশ-মদির কালো চোখের কোলে,
কী আমন্ত্রণ বিনা ভাষায় উঠছে গুঞ্জরি !
বুঝি কামনারি বহ্নিশিখা দেহের তটে তটে,
উছলে উঠ্‌লো বাঁধনহারা, শাসন বিস্মরি !
বাহিরে আজ আম্রমুকুল পড়ছে ঝরে ঝরে,
ফাগুন-রাতির জোছনাধারা লুটছে বুকের 'পরে,
ঘুঙুরবন্দী বেহাগসুর ঝরছে মধুক্ষরা,
নৃত্যরতা যবন-নটীর পাদপীঠিকায়,
মল্লভূপ রঘুনাথ দিলেন আজি ধরা !
বক্ষমাঝে পুলকস্রোত বইলো মধুক্ষরা।

(৩)

হেথা রাজমহিষী চন্দ্রপ্রভার নাইক' চোখে ঘুম,
অশ্রুসিক্ত পালঙ্কেতে ছিন্নমাল্য লুটে,
শিয়রেতে স্বর্ণপ্রদীপ বৃথাই ঢালে আলো,
বসন্তের গুঞ্জরণ মরে মাথা কুটে !
বরাঙ্গেতে জ্বল্‌ছে তাঁহার বহ্নিরূপের শিখা,
চিবুক কঠিন অধরোষ্ঠে বজ্রকঠিন লিখা,
স্থির প্রতিজ্ঞা উঠ্‌লো জেগে মুখের ভঙ্গিমায়,
সীমন্তের রক্তরেখা উঠলো জ্বলে নূতন মহিমায় !

স্থির করিলেন রাণী—
মরণ পণ মানি',
রাজা যদি ধর্ম খোয়ান যবন-নটীর মোহে,
অস্ত্রাঘাতে পাঠিয়ে দেবেন পরপারে দোঁহে।
প্রিয়'র চেয়ে ধর্ম বড় যে-মুহূর্তে স্থির করিলেন রাণী,
মানসপটে ফুটে উঠলো সেই মুহূর্তেই বেঁচে থাকার গ্লানি!
দেহের প্রতি লোভটা তাঁহার টুটলো আচম্বিতে,
অর্ঘ্য দিবেন নিজের জীবন স্থির করিলেন চিতে!
মরাল গ্রীবায় ছিল রাণীর সাতলহরী হার,
ছিন্নভ্রষ্ট মালার মত পড়ে রইল তাঁর!
কবরীখসা স্বর্ণজালি রইলো পদপ্রান্তে,
সিঁথিমৌরটি খুলে পড়ে রইলো একান্তে,
ভেসে উঠলো আঁখির তটে মরণগভীর ঢেউ,
অতীত সুখের লাগলো ছোঁয়া শেষের স্বপনে—
আধেক-ভোলা প্রেমের স্মৃতি রঙীন মিছিল হয়ে,
এলো যেন হাত বাড়িয়ে মনের বাতায়নে!

(৪)

স্বামীহত্যার সঙ্কল্পে তাঁর অশ্রুসজল চোখ,
জ্বলে উঠলো সিঁদুর ছটায় দিনের শেষের চিতা!
কিসের ব্রতে গৌরতনু ঝলমলিয়ে হাসে,
কিসের দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে কনকবরণ সীতা?
অঞ্চলেতে দু'চোখ মুছি স্মরি দেশের কাজ,
করাল অস্ত্র হস্তে নিলেন মল্লদেশের রাণী।

নৃপতির প্রাণটি হরি' বিষম শরাঘাতে,
শোণিতপাতে মুছে নিলেন হিন্দুধর্মের গ্লানি।
নগরপ্রান্তে রাজপুরীর এক-ভগ্না দীর্ঘিকায়,
পড়ে রইলো সলিল-শয্যায় ম্লেচ্ছ নটীর দেহ,
বৃন্তচ্যুত ফুলের মত রইলো সে যে মনের অগোচরে,
দীর্ঘশ্বাস না ফেলিল কেহ!

(৫)

চন্দনেরি চিতানলে মল্লরাজের দেহ,
ঘৃতের স্পর্শে অবশেষে উঠ্‌লো জলে জলে—
পতিহন্ত্রী রাজমহিষী সতীর আড়ম্বরে,
ললিত-তনু ঘিরে নিলেন গাঢ় রক্তাম্বরে,
দিলেন সঁপি কোমল দেহ লোলুপ চিতানলে!
নেমে এলো ক্রমে ক্রমে সায়াহ্নের ছায়া,
বিদায় নিলেন মল্লভূমে মল্লদেশের রাণী,
আহুতি দিয়ে নিজের দেহ স্বামীর চিতানলে,
রক্তরাগে লিখে দিলেন অশ্রুঝরা বাণী!
ভাঙ্গাচাঁদের জোছনাধারা আজিও কাঁপে সায়রপারের গাছে,
পাতার ছায়ায় শ্বসিয়া উঠে অতীত দিনের কথা,
বসন্তের মুগ্ধ ভ্রমর আজিও কহে জোছনার কানে কানে,
হারিয়ে যাওয়া প্রমোদরাতের শতেক বারতা!

লালবাঈ

অনেক দিনের প্রেমের কথা বিলম্বিত তানে,
উছলি উঠে সঙ্গোপনে মনের কোণে কোণে,
পূর্ণিমাতে দীঘিতে যখন মায়ার স্বপন বোনে!
এখনো যদি জোছনা ঝরে শ্যামল তালীবনে,
বাতাস যদি শিহরি' উঠে গভীর স্বননে,
দেখি যেন ধূলোর বুকে লালকাঁকরে ঢাকা,
মল্লরাণীর ইতিবৃত্ত কালের পটে আঁকা!

সমর্পণ

রাখো মোরে প্রভু তুমি চরণের প্রান্তে,
অসংখ্য ধূলোর মাঝে করি অবলুপ্ত।
তোমার পরশে মোরে করো প্রভু ধন্য,
হৃদয় পবিত্র করি' করগো অনন্য,
জ্ঞান-অহমিকা যত করো মোর লুপ্ত।
করো মোরে দীন হতে দীন,
করো মোরে অতি ভাগ্যহীন,
অঝোর অশ্রুর ধারে সদা যেন তোমারে ধেয়াই,
তব নাম-মহিমায় গাহন করিয়া যেন তব গুণ গাই।

সমর্পণ

মনে হয় হই আমি পথেরি বাউল,
চোখের জলেতে ধুই চরণ রাতুল,
খুঁজি যেন দিশিদিশি নিয়ে একতারা,
জীবন ভরিয়া খুঁজি নাহি হয় সারা !
মনে হয় গোষ্ঠে যেন শুনি তব নূপুরের ধ্বনি,
যমুনার তীরে তীরে শুনি যেন তব আগমনী,
তব পীতবাস যেন উড়ে গাঢ় গোধুলি বেলায়,
প্রভু তব শ্যামলিমা হেরি যেন ক্ষণে ক্ষণে বন-মহিমায় !
সাজে যবে চক্রবালে আষাঢ়ের মেঘ,
রঙ্ ধরে কৃষ্ণচুড়া শাখে—
প্রভু তোমারি আভাষ পাই স্নিগ্ধকান্তি বনানীর শ্যামল সোহাগে !
তাই, বাহিরে-ভিতরে খুঁজি কত নিশিদিন, কত অনুরাগে !
রয়েছ নয়নে তুমি ওগো মোর নয়নের মণি,
খুজিয়া না পাই তাই ওগো নিরুপম,
একটী প্রণামে লহ হৃদয়মন্থিত যত সুধাপরিমল,
মোর নিবেদিত দেহমন লহ প্রিয়তম !

কার্ল মাক্স´র প্রশস্তি ও ধনতন্ত্রীর উত্তর

(১)

হে মহামানব, হে বিরাট বীর !
ধূসর ধূলায় রাখি চরণ দু'খানি, আকাশে তুলিলে নিজ শির !
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শোষিতের লাগি,
নিরন্ন বঞ্চিত যারা যুগ যুগ কাটায়েছে শুধু ভিক্ষা মাগি,
দিলে তাহাদের বুকে তুমি দুর্জয় সাহস,
দিলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নির্ভীক মানস,
চোখে আজ তাহাদের বিজলীর জ্বালা,
বাহুপেশী তাহাদের ইস্পাত কঠোর—
ধরণীর অবজ্ঞাত এই সব নরনারীকুলে
বেঁধে দিলে বেদনার রাঙা রাখী ডোর !

কার্ল মার্ক্সের প্রশস্তি ও ধনতন্ত্রীর উত্তর

বন্ধুর আশ্বাসে তুমি মুছে দিলে
দারিদ্র্যের ভূগোল-সীমানা—
নিখিলের সর্বহারা জনগণ লাগি'
উড়াইলে দিকে দিকে রক্তের নিশানা !
নবীন মর্যাদা তার এঁকে দিলে পাণ্ডুর ললাটে,
দিলে নব ভরসার বাণী সর্বগ্রাসী বিপ্লবের ঠাঁটে !
কোটি চক্ষু হ'তে তুমি মুছাইতে চেয়েছিলে অশ্রুর ম্লানিমা,
পাংশু শীর্ণ ওষ্ঠ হতে ঘুচাইতে চেয়েছিলে মৃত্যুর কালিমা—
তোমার বজ্রের কণ্ঠ রণিয়া উঠিল তাই,
জ্বালাময়ী অভিনব নূতন গীতায়,
রক্তের অক্ষরে লেখা সমাজের নব ইতিকথা,
রচিল আলেখ্য হেথা নব গরিমায় !
আজি তাই রক্তচক্ষু সমাজ-বিপ্লব,
উড়াইছে দেশে-দেশে বিজয়-কেতন,
সহসা জাগ্রত যেন উদ্ধত গৌরবে,
বহু শত শতাব্দীর অসাড় চেতন !
নৈকষ্যকুলীন যারা এতকাল ভুঞ্জেছিল জীবনের সুখ,
কাঞ্চন মাঙ্গল্যে যারা ভরেছিল নিজেদের অভিশপ্ত বুক,
অর্বাচীন শিরে বহি গুরুতর মুকুটের ভার,
যারা নিয়েছিল হরি' নিপীড়িত মানুষের সব অধিকার,
ধূলায় লুণ্ঠিত হল তাহাদের শির !
তব সিংহনাদে উচ্চকিত রন্ধ্র রন্ধ্র বিংশ-শতাব্দীর !
নিখিল বিশ্বের এই অভিনব পটভূমিকায়,
হেরিলাম জীবনের নব অভিষেক,
রক্তের স্বাক্ষরে হ'লো বঞ্চিতের শৃঙ্খল মোচন,
ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে রহিল ক্ষণেক !

কার্ল মার্ক্সের প্রশস্তি ও ধনতন্ত্রীর উত্তর

হে মহামানব, হে মহান বীর—
তব অগ্নিমন্ত্রে পেয়ে দীক্ষা ঋজু আজি লক্ষ লক্ষ শির !
মেহনতী জনতার দৃপ্তকণ্ঠে বাজিতেছে তব জয়ধ্বনি,
কালের অতীত হ'তে এরি লাগি শুধু,
পাঞ্চজন্য শংখ তব উঠিছে স্বননি !

(২)

কিন্তু হায় !
পথ না ফুরায় !
যে-লক্ষ্যের চূড়া লাগি বাঁধিয়া দিয়েছ তুমি পথ,
চলেছে কি সেই পথে সাম্যবাদী জীবনের রথ ?
হেরি তারি রথচক্রতলে চূর্ণীকৃত আজি হায় মানব মহিমা,
ইহারি ভ্রূকুটিতলে ম্লান হয়ে এলো তব স্রষ্টির গরিমা !
স্বাধীন চিন্তার ধারা না বহিল আর,
স্বাধীন চলার পথে তোমার নায়কগণ গণ্ডী টেনে দিল বারংবার।
আজিকে প্রাণের কথা না ফুটিবে মুখের ভাষায়,
শুকাইয়া ঝরে পড়ে প্রাণের ফসল গাঢ় হতাশায় !
নায়কেরা নিয়ে গেছে জনতার ভাবিবার ভার।
গড্ডলিকাবৎ তাই ছুটে নরনারী হাজারে-হাজার !
আজিকে রক্তের স্রোত বহে গেল হাঙ্গেরী-তিব্বতে,
উদ্‌ভ্রান্ত জনতা নত এই নব শাসকের পদে !

কার্ল মার্ক্সের প্রশস্তি ও ধনতন্ত্রীর উত্তর

পূরব য়ুরোপ গ্রাসি' বিদারিয়া হিমল-শিখর,
হানে এরা ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি ভারতের পর !
শ্রেণীর সংগ্রাম আজি ইহাদের জীবনের গীতা,
সমাজ-মিলনে নেই এদের বিশ্বাস—
ইহাদেরি তপ্তশ্বাসে নিঃশেষে শুকায়ে গেল জীবনের শ্রেষ্ঠ ফুলদল,
অতৃপ্ত রহিয়া গেল জীবন-তিয়াস !
মহামিলনের বাসনাকে তাই রূপ দাও আজিকার নবীন ভাষায়,
রূপ দাও নূতন আশায়—
মুক্তিপথের নব সারথীর লাগি গড়ে তোল আজি
অবন্ধুর রাজপথ,
নবীন আশার আনন্দে আজিকে গাহো জীবনের জয়গান,
উদয়াচলের পানে চলুক মোদের রথ !

স্বপ্নসম্ভবা

ওগো বিদেহিনী, পরম প্রেয়সী মোর!
জীবনের পরপার হ'তে কী মন্ত্রে বেঁধেছ
মোরে অটুট প্রেমের ডোরে বিচিত্র বন্ধনে!
জীবনের অনু-পরমানুলোকে, জীবনের গভীর
গহনে, অন্তঃ হতে আরো অন্তঃস্থলে, জীবনের
শাখা প্রশাখায়, তোমার অতুল প্রেম
এখনো জাগায় দোলা মাধবী সন্ধ্যায়।

স্বপ্নসম্ভবা

শুক্ল চন্দ্রালোকে, ফাগুন নিশীথে, চেয়ে
যবে থাকি দূর সুদূর গগনে, শুকতারা
পানে নিমেষবিহীন, মনে হয় আছ তুমি
অগণিত তারকার মাঝে ; কিংবা দূর
নীহারিকালোকে, রক্তিম আলোয় বসি
জাগিয়া রয়েছ তুমি প্রেমস্নিগ্ধ জাগর
নয়নে, চাহি এই ধরণীর পানে ! অনির্বাণ
প্রেমশিখা তব আজো কি আশিস্ বহে
বিরহ-লগনে ? হৃদয়ের মর্মমূলে তব,
আজো কি রয়েছে ফুটি বেদনার রক্ত-
শতদল ? মাটির বন্ধন তরে আজো
কি কাঁদিয়া ফিরে তব দেহমন ক্ষণিকের
লাগি ? হে প্রেয়সী মোর, তোমা লাগি
আজি আমি সুদূর পিয়াসী ; গ্রহ হ'তে
গ্রহান্তরে, শূন্যে জলে স্থলে, আমার দুরন্ত
আশা ছুটে তোমা লাগি, নিখিল তেয়াগি !

যখন শ্রাবণরাতে মেঘে ঢাকে দুরন্ত
শর্বরী, সজল বাতাস আসি বাতায়নে হেঁকে
যায় বিপুল উচ্ছ্বাসে, পত্রপুঞ্জে মর্মরিয়া
উঠে দীর্ঘশ্বাস ! তোমার চরণধ্বনি শুনি
যেন বনের পাতায়, তোমার প্রেমের সুর
বাজে যেন শোণিতের প্রতি কণিকায়, পরম
সোহাগে ! বেদনার অমৃতসিঞ্চনে কত না
স্মৃতির গাথা ফুটে উঠে স্বর্ণাক্ষরে মনের
পাতায় ! সশব্দে বাতাস যবে হাঁকে,
মনে হয় এলে তুমি গৃহেতে আমার

স্বপ্নসম্ভবা

বহুদিন পরে অনিন্দ্যসুন্দরী মূর্তি প্রেমাস্পদা
রূপে ! হৃদয়ের অনু-পরমানু তাই সহসা
অস্থির হয়ে ব্যগ্র অনুরাগে উদ্দাম সিন্ধুর
মত উচ্ছ্বসিয়া উল্লসিয়া উঠে, হৃদয়
ভাঙ্গিয়া বুঝি ছুটে যাবে লক্ষ্যহারা মহাসাগরের
পথে, উন্মত্ত আবেগে ভাঙ্গি উপলশৃঙ্খলগুলি
বাধাবন্ধহারা !

হে স্বপ্নসম্ভবা সখি মোর, বিদেহিনী
অমর্ত্যবাসিনী ! জীবনের পানপাত্রখানি ভরে
তুমি দিয়েছিলে একদিন উচ্ছল প্রেমের
রসে অপূর্ব সুধায় যেন ক্ষণিকের লাগি !
পদ্মার প্রশান্তবক্ষে দিনান্ত সন্ধ্যায় কথা
যবে হয়েছিল দুরু দুরু বুকে ; যখন আমার
সুরে তোমার হৃদয়তন্ত্রী উঠেছিল ছন্দে
বেজে অপূর্ব সঙ্গীতে, প্রেম মূর্ছনায় !
তোমার আঁখির কোণে দেখেছিনু সেইদিন
প্রণয়বারতা আঁকা কাজললেখায়। আমার
মাটীর ঘর তোমার চরণস্পর্শে হেসে উঠেছিল
সেইদিন অলকার মত ; সন্ধ্যার রক্তিমরাগে,
জীবনের স্নিগ্ধ পটভূমে, দূর পল্লীগ্রামে,
দেখেছিনু সেই দিন তোমার প্রেয়সীমূর্তি
শান্ত অনুপম ! উন্মুখ আগ্রহে তুমি
সরমকুণ্ঠিত মুখ এনেছিলে সেইদিন অধরে
আমার ; মধুর সোহাগে যেন তুলে নিলে
জীবনের সব সুধাবিষ একটি চুম্বনে, একটি
ফুৎকারে যেন আমার হৃদয়বাঁশী অপূর্ব

স্বপ্নসম্ভবা

দীপকরাগে উঠিল উলসি ! হায় সখি,
রয়ে গেছে শুধু তার স্মৃতিখানি মনের কোঠায়
চোখের জলেতে লেখা, রক্তঝরা ব্যথার
অক্ষরে লিখা হৃদয়-পাতায় ! তোমার
বিহনে আজি কুঞ্জবনে মোর ডাকে না
কোকিল, দ্বারপ্রান্তে বৃথা ফুটে বসন্তমঞ্জরী !
পুষ্পের প্রলাপ তাই নিরর্থক ভেঙ্গে পড়ে
ফাগুন বিলাসে, অলক্ষিতে ঝরে পড়ে যায় !
জীবন নিঙাড়ি' যেন ঝরে নিশিদিন অঝোর
অশ্রুর ধারা বিরামবিহীন !
হে প্রেয়সী মোর ! আরবার এসো তুমি
ক্ষণিকের লাগি জীবন-নেপথ্য ত্যজি', এসো
তুমি একেবারে হৃদি মর্মমূলে ; প্রসন্ন বয়ানে
তুমি তুলে নাও ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের তার !
তোল তাহে নূতন ঝঙ্কার ! ওগো বিদেহিনী,
দেখা কি দেবে না তুমি কায়া ধরি ধরণীর
আলোকে-আঁধারে, ক্ষণিকের লাগি ?
আমার তৃষিত আঁখি সে-শুভ লগনে যেন
জ্বলে উঠে শেষবার চিতার আগুন সম
দিনান্ত সন্ধ্যায়, তারপর স্থির হয়ে নিভে যাক্
অন্তিম পুলকে, বিচূর্ণ উল্কার মত বিরাট
নিঃসীম স্তব্ধ মহাশূন্যতায় !

জীবন সাধ

আমায় করগো প্রভু নিষ্পাপ সুন্দর,
করো মোরে সুরভিত ফুলের মতন—
চিরদিন দিব তোমা সুবাস মধুর,
তোমার চরণে হব অরূপ রতন!
যেন প্রভু হই আমি আরতির দীপ,
তুলসীমঞ্চের পাশে আকাশ প্রদীপ!
পূজার দেউলে মোরে করো নিজ ভৃত্য,
অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে পূজিব যে নিত্য।
চিরদিন রেখো মোরে চরণের প্রান্তে,
দেহমন দিয়ে তোমা পূজিব একান্তে!
যদি আমি হইতাম ধুপের মতন—
নিজেকে নিঃশেষে ঢালি করিতাম প্রভু তব মহিমা কীর্তন!
বুকে মোর দিয়ো প্রভু দধিচীর বল,
কঠিন বিপদে দিয়ো সাহস অটল,
সম্পদে না ভুলি যেন, দুঃখে নাহি ডরি,
জীবনের সর্বকার্যে তোমা যেন স্মরি!

(১)

নিয়তির রথচক্রতলে নিঃশেষে বিলীন আজি শক্তির গরিমা !
নাহি দম্ভ, নাহি তার রাজকীয় ঠাট,
নাহি জাঁকজমকের পাট,
সময়ের খরস্রোতে ভাসিয়ে গিয়েছে যত সাম্রাজ্য গরিমা।
হায় ইতিহাস ! তোমার গুণ্ঠনতলে কিসের কঙ্কাল যেন
রহিয়াছে ঢাকা—
তোমার পৃষ্ঠায় কেন কলঙ্কিত মসীচিত্র আঁকা !

যাহাদের ক্ষাত্রগর্ব,
বলদৃপ্ত কুণ্ঠাহীন দর্প,
দেশে দেশে রচেছিল কবন্ধের সহস্র মিনার,
তাদের প্রশস্তি লাগি কভু না উঠিবে আর বীণার ঝঙ্কার!
আজিকে তাদের লাগি নহে মোর অশ্রুর পসরা,
নহে তাহাদের লাগি বিশ্বের বিস্ময়দৃষ্টি প্রশংসায় ভরা,
কালের তাণ্ডবনৃত্যে মঞ্জীর বাজে না আর তাহাদের লাগি,
সভ্যতা করেনি কভু যাহাদের ক্ষমা,
বিশ্বের বিবেক আজি না রাখিবে তাহাদের ঢাকি!

(২)

কোথা আজি রণোন্মত্ত আসিরীয়-রাজ?
কোথায় স্পার্টার দর্প, রোমানের দৃপ্ত যুদ্ধসাজ?
একদিন আরবের অর্ধচন্দ্র-পতাকার তলে,
ভূমধ্যসাগরচক্র পড়েছিল নত হয়ে যার পদতলে,
তাদের চিহ্নটী আজি হয়েছে বিলীন,
উদ্ধত উলঙ্গ অসি বিদ্যুৎরেখার মত হয়ে গেছে লীন!
নাহি আর ক্রুসেডের সাজো-সাজো রব,
ধর্মোন্মত্ত বর্বরের ক্ষিপ্ত কলরব!
কালের পৃষ্ঠায় লেখা একটি অধ্যায়,
মূল্যহীন আবর্জনাস্তূপে নিয়েছে বিদায়!
অমনি রক্তের বন্যা বহিয়াছে রাজপথে দিল্লীর ধূলায়,
মুঘল-পাঠান ভালে,
মণিমুক্তা হীরকে প্রবালে,
বিদ্যুৎবহ্নিতে আঁকি ক্ষীণ রাজটিকা চকিতে মিলায়!

উদয়পথের পানে

নব জীবনেব প্রাতে এলো যবে বিদেশী বণিক,
রুখিয়া দাঁড়ালো যত মারাঠা ও শিখ,
অশ্বক্ষুরে উড়াইয়া ধূলি,
অগ্রাহ্য করিয়া শত কামানের গুলি,
উলঙ্গ কৃপাণ করে,
মৃত্যুকে ভ্রূকুটি ক'রে,
ব্যর্থ নেতৃত্বের ফলে সবে মিলি নিল বরি' শেষ পরাজয়,
ব্যবসার নামাবলী ত্যজি, বিদেশীর রাজবেশে
অতিথির অবশেষে হ'লো পরিচয়!
শোষণের নাগপাশে পড়িল জটিল গ্রন্থি,
জীবন পড়িল বাঁধা সাম্রাজ্যের রথচক্রতলে,
মন্থর শিরায় বহি মুহ্যমান প্রাণ,
রহিল দ্বিশতবর্ষ তারি পদতলে!
স্বার্থের সংঘাতে যবে এলো নেমে বিশ্বের আহব,
কত শত বরষের সম্পদ-সম্ভার,
বিপুল রক্তের স্রোত লক্ষ জনতার,
কোন দেবতার পদে অর্পিল মানব?

(৩)

সংঘর্ষের ক্রূর এই পটভূমিকায়,
কি রহিল সঞ্চয় খাতায়, কোনটুকু চলে গেল হায়!
কালের পৃষ্ঠার পরে কে রাখিবে হিসাব তাহার?
অসত্যের জঞ্জাল ঠেলিয়া কে খুঁজিবে প্রাণকেন্দ্র বিশ্ব-সভ্যতার?
যুদ্ধের পিচ্ছিল পথ ছাড়ি,
সৌহার্দের রাজপথ রয়েছে প্রসারি—

তারি রেখা ধরি,
শ্রান্ত ক্লান্ত নরনারী,
শতাব্দীর রক্তক্ষয়ী ইতিহাস ফেলিয়া পশ্চাৎ,
চোখে নিয়ে গভীর ভরসা,
দ্বিধাহীন শঙ্কাহীন আশা,
উদয়পথের পানে চলে হাতে-হাত!
পূরবপশ্চিম মিলি বাঁধিয়াছে মানুষের রাঙা রাখীডোর,
প্রেমের বন্ধনে হ'লো অকস্মাৎ বসুধার জীবনের ভোর!
নবীন প্রভাতে তাই শুনি কার বাণী,
বাজিতেছে কানে তারি প্রশান্ত রাগিণী,
শান্তির মঙ্গলধ্বনি দিকে দিকে তুলেছে সবাই—
পাঞ্চজন্য শংখ মুখে এসো ত্বরা করি,
সবাকারে ডাক দিয়ে যাই।

নদীর পারে

আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটে ফিরাই নদীটি,
ডাকে যেন বাহু তুলে তরঙ্গের সুরে,
উহারি তীরেতে আমি বাঁধিতাম যদি,
পাতার ছাউনি-দেওয়া একখানি কুঁড়ে
উঠানে থাকিত গাই নামটি ধবলী,
শুনিতাম সারাদিন পাখীর কাকলী,
বিনা নিমন্ত্রণে দোরে আসিত শালিখ,
খুশীমত দিত হানা না মেনে তারিখ !

নদীর পারে

ছড়ায়ে দিতাম চাল নিকানো উঠানে,
খুঁটে খেতো শালিখেরা সোনালী বিহানে!
অদূরে নদীর জলে ছায়ায় ঢাকা,
নিবিড় শান্তিতে যেন রয়েছে মাখা!
কোথাও খয়েরী রঙ গাঙ চিলগুলি,
ঝুপ্ করি জলে পড়ি নিত মাছ তুলি!
নেয়েরা তুলিত পাল, চলে যেতো দূরে
চমকি' উঠিত রোদ ভাটিয়ালি সুরে!
আনমনা গ্রামবধূ যেতে নদীকূলে,
কি যেন কিসের লাগি' যেতো পথ ভুলে।
দুই পহরের বাঁকে গঞ্জের হাট,
দেশবিদেশের নায়ে অপরূপ ঠাট!
ঘরমুখো মাল্লারা গেয়ে সারিগান,
নাচিত বৈঠার তালে, মুখে মিঠাপান!
রাখালেরা ভেঙ্গে দিয়ে ডাংগুলি খেলা
চলিত গৃহের পানে, ডুবে যেত বেলা।
গোষ্ঠ হ'তে তাড়াইয়া নিয়ে যেতো ধেনু;
কেউ বা গাহিত গান, বাজাইত বেণু।
ঘরেতে সলজ্জ বধূ জ্বালাতো প্রদীপ,
তুলসী মঞ্চেতে দিত তেলভরা দীপ।
উঠিত শিবার ধ্বনি সহসা কোথায়,
রাত্রির আঁধার চিরি বনের ছায়ায়—
মুড়ি দিয়ে কাঁথাখানি শুই ভালো করে,
পল্লীর স্বপনখানি চোখে আসে ভরে!

মেদিনীপুর প্যাসেঞ্জার

সিন্ধুসূর্য

ধরণীর পূরব দিগন্তে, আকাশে-সাগরে যেথা করে আলিঙ্গন,
রক্তরশ্মিটিকা জ্বলে উষসীর ভালে,
রঙীন মেঘের মায়া ঝলমল করে যেথা গগন কিনারে,
ঝরে আলোকের ফুলঝুরি দিকচক্রবালে,
অকলঙ্ক মহিমায় সেইখানে উঠে রবি প্রভাত বেলায়,
উর্মিমুখর সিন্ধু তারি লাগি দিশিদিশি বন্দনা গায়।

সিন্ধুসূর্য

প্রণতি জানিয়ে তারে তালীবনে ভেঙে পড়ে ঢেউ,
আলোক-উল্লাসে তীরে মাথা কুটে কেউ,
কেউবা লইয়া আসে লক্ষশুক্তি প্রবালবৈভব—
স্বপনের মায়া পড়ে সাগরের বুকে,
তরঙ্গশিখরে জাগে রঙের উৎসব !
কোথা ফুটে রামধনু রঙ, কোথা যেন হরিতে সুনীল,
কোথাও শুভ্রাংশু জ্বালা, কোথাও রঙীন !
গলিত সোনার জলে চিকমিক করে রাঙা ঢেউ,
উদয়গিরিতে জাগে সোনালী স্বপন,
ঝাউগাছ ঘেরা তটে আছাড়িয়া মাথা কুটে,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া কাঁদে প্রভাত পবন !
আলোকের হোম শিখা জলে উঠে তরঙ্গশিখরে,
সিন্ধু মথিয়া উঠে কোন সামগান—
কিশোর তরঙ্গগুলি আনন্দ হিল্লোলে ভুলি,
করতালি দিয়ে তোলে নৃত্যের তান !

(২)

মধ্যাহ্নের খরতাপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে সাগরের বেলা,
ঝাউবনে ক্ষণে ক্ষণে উঠে দীর্ঘশ্বাস—
তরঙ্গফণায় জ্বলে তীব্রজ্যোতি সহস্র মাণিক,
তপ্ত বালুকায় ক্ষরে অনল নিঃশ্বাস !
দূর দিকচক্রবালে সিন্ধু বক্ষে কাটি দীর্ঘ রেখা,
পাল তুলি চলে নৌকা অস্থির চঞ্চল,
সিন্ধুশকুন উড়ে জ্বালাময় খর সূর্যালোকে,
কেঁপে উঠে রৌদ্রতাপে সৈকত-অঞ্চল !
সিন্ধুর অশান্ত বক্ষ আলোকের মহোৎসবে করে ঝলমল !

(৩)

পশ্চিম সাগরে যবে সন্ধ্যা নামে রক্তরাগ মাখি,
তরল সোনায় আর বর্ণালি গৈরিকে—
সিন্ধুবক্ষে জ্বলে যেন আগুনের ঝিকিমিকি শিখা,
তরঙ্গচূড়ায় তাই ছুটে দিকে দিকে!
রুক্ষ গগনের নীল চন্দ্রাতপতলে,
মনে হয় হেরি যেন স্বপন-গরিমা,
মধ্যাহ্নের খর গ্রীষ্মতাপ লয় হোলো সায়াহ্নের বসন্তবিলাসে
চক্রবালে ছেয়ে গেল আবীর-লালিমা!
অস্তগামী সন্ধ্যাসূর্য যতনে আঁকিয়া দিল
মঙ্গল সিন্দুরবিন্দু শিবানী ললাটে—
শ্রান্ত দিনের শেষে মন্দিরে উঠিল বাজি সন্ধ্যার আরতি,
রাত্রির গুণ্ঠন টানি' সূর্য গেল পাটে!

আসামের সুদূর অঞ্চলে

(১)

ভারতের এক কোণে আজি, আসামের সুদূর অঞ্চলে,
উন্মত্তা ডাকিনী চলে ঝাপটিয়া ডানা,
হিংস্র, নগ্ন বর্বরতা মেলি তার দংষ্ট্রা ভয়ঙ্কর,
আসামের দ্বারে দ্বারে দিয়ে গেছে হানা!
জ্বলে গৃহে গৃহে শ্মশানের জ্বালা,
শোণিত-তর্পণে সিক্ত আরতির থালা,
কুঠার-খণ্ডিত দেহ জ্বলে উঠে বৈশ্বানর-ক্রোড়ে,
পিঙ্গল সে বহ্ন্যুৎসবে দিগন্ত গিয়েছে আজি ভরে!

আসামের সুদূর অঞ্চলে

পল্লীপটভূমে কোথা জ্বলিছে কুটীর,
মুমূর্ষু আর্ত্তের ধ্বনি সেথা হ'তে উঠিছে গভীর,
রচেছে করুণ দৃশ্য প্রেমের শ্মশান—
আসামে প্রেতিনী নৃত্যে সভ্যতার আজি যেন হোলো অবসান!
নিষ্পাপ শিশুর দল অসহায়া নারী,
ছিন্নমূল ভস্মীভূত সুখনীড় ছাড়ি,
নিরুদ্দেশ পথে চলে নিবিড় আঁধারে—
স্খলিত চরণ যেন নাহি চলে কারো,
কণ্টক বিক্ষত পদে রক্তধারা ঝরে বারে বারে!
জীবনের কক্ষ হ'তে শুকতারা নিভে গেছে তার,
বেদনার অশ্রুপারাবারে শয়ন যাহার,
স্বাধীন ভারতে এর না রহিল ঠাঁই!
অতীত ইহুদীসম ছিন্নভিন্ন দেশে দেশে এরা,
নীড়ভ্রষ্ট, যূথভ্রষ্ট, নাই এর পরিচয় নাই।

(১)

হায়! বর্বর এই স্বাধীনতা লাগি
মোরা নাহি যুঝেছিনু ব্রিটিশের সাথে,
হিংস্র দর্পী বিদেশীর শাসনের রথচক্রতলে,
না নোয়ানু শক্তিহীন ভূলুণ্ঠিত মাথে!
মোদের উদ্ধত শির,
ভেদ করি' মেঘের প্রাচীর,
হস্তে ধৃত ত্রিবর্ণ পতাকা,
গুলির আঘাতে বক্ষে রক্তচিহ্ন আঁকা!

জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নির্ভীক পরাণখানি দিয়েছিনু মোরা ডালি,
সে কি এই স্বাধীনতা লাগি ?
এরি লাগি নিয়ে প্রাণ হাতের মুঠোয়,
দেশের যুবকগণ হ'য়েছিল সর্বস্বত্যাগী ?

(৫)

হায় ! আসামের উপত্যকা ভরি অসমীয়া নরনারী
পরিয়াছে ললাটেতে কলঙ্কের টিকা—
শ্বাপদসঙ্কুল সেই বিচিত্র আসামে
কে জ্বালাবে পুনরায় প্রেমের বর্তিকা ?
ভীত ম্রিয়মান দুস্থ নরনারী বুকে
কে আনিবে পুনরায় বাঁচিবার দুর্জয় মনন,
কে বসাবে স্বাধীনতা বেদীমূলে প্রেমের মূরতি,
হ'বে কবে সেইখানে সভ্যতার শুভ উদ্বোধন ?
পাঞ্চজন্য মুখে তাই ফুকারিয়া তোলো জয়ধ্বনি,
তোলো নব জীবনের গান—
নিপীড়িত মানবের লুণ্ঠিত মহিমা,
স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে হোক্ অধিষ্ঠান !

শরতের ডাক

(১)

শরতের ডাক আজি এলো দ্বারে দ্বারে,
বুঝি তার আহ্বান সবাকারে,
শ্যামল প্রান্তরে হেরি উড়ে যেন তাহারি কেতন,
নিঃশঙ্ক চরণে আজি তারি আগমন!
তার পদচিহ্ন আঁকা আজি কুমুদে কহ্লারে,
তার আগমন বাণী ফুটে শিউলীসম্ভারে!
আকাশের লঘু মেঘে হেরি তারি নিঃশব্দ সঞ্চার,
শ্যামল প্রান্তরে ঢালা অকৃপণ আশীর্বাদ তার!
তারি আবাহনবাণী বেজে উঠে আকাশে বাতাসে,
তাহারি মঙ্গলশংখ আশিস্ বহিয়া আনে অন্তর সকাশে!
কোটি কোটি বাঙালীর ঘরে উৎসারিত আনন্দের ধারা,
যুগ যুগ ধরি বহেছে দুর্বার বেগে বাধাবন্ধহারা!

(২)

হায়! আজি সে আনন্দে যেন নাহি আর প্রাণ!
পুঞ্জীভূত বেদনার নিঃসীম পীড়নে তার ক্ষুব্ধ অবসান!
পূর্ব বঙ্গভূমে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে স্তব্ধ কত পূজার মণ্ডপ,
ষষ্ঠীর বোধনমন্ত্রে সঞ্জীবিত হয় নাক' আর কভু শারদ-উৎসব!
আসামেও নিভে গেছে লক্ষ গৃহ হ'তে অনাবিল আনন্দের শিখা,
কোটি বাঙালীর প্রাণে নিঃসীম বেদনা আজি রক্তের অক্ষরে লিখা!
ছিন্নমূল বাঙালীর চক্ষু হ'তে নিভিয়া গিয়াছে আজি শরতের আলো
কোটি প্রাণ হ'তে নিভিয়া গিয়াছে যেন জীবনের যতো ছিল ভালো!
সম্মুখে-পশ্চাতে তার ঘিরিয়া রয়েছে যেন যুগান্তের গাঢ় অন্ধকার,
লক্ষ বরষের নিঃশব্দ ক্রন্দন যেন গগন বিদারি আজি করে হাহাকার!
সন্ত্রস্তা নারীর মুখে ফুটিয়া রয়েছে কত নিরাশার কথা,
চেরাপুঞ্জীর অশ্রান্ত বর্ষণে কভু না ধুইবে সবাকার হৃদয়ের ব্যথা!

(৩)

আজি বাঙলার শরৎ আকাশে,
দিক ঝলমল অরুণ প্রকাশে,
তবুও সবার বিক্ষত বুকে জমাট দীর্ঘশ্বাস—
ম্লান করি দিল পূজার অঙ্গন, সকরুণ করিল আকাশ!
বেদনার ছায়ামূর্তিগুলি হৃদয়ের মর্মমূলে দিয়ে যায় দোলা,
ভুলিতে চাই যে সদা, নাহি যায় ভোলা!

হে নবীন, হে সবুজ

হে নবীন, হে সবুজ!
এই বৃদ্ধ ভগ্নশাখ বনস্পতি লাগি,
না ফেলিও আর তুমি নয়নের জল,
না ফেলিও দীর্ঘশ্বাস, না করিও হৃদয় চঞ্চল!
এসো তুমি দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বেশে,
ধনুকে টঙ্কার দাও বিলম্বিত রেশে—
তোমার জয়ের ধ্বনি শুনিতেছি বৈশাখীর প্রলয় গর্জনে,
বজ্র ও বিদ্যুৎগানে, গভীর স্বননে!

হে নবীন, হে সবুজ

জীবনের জীর্ণপাতা নিঃশেষে উড়ায়ে তুমি
নিয়ে চলে যাও,
ধূসর পত্রের পুঞ্জ ক্ষিপ্রবেগে চূর্ণ করি
ধূলিতে মিশাও!
নবীনযুগের ভগীরথ সম তোমার উদাত্ত শংখধ্বনি,
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বারংবার ওই যেন উঠিছে স্বননি!

মোরা চাহি মানুষের নব মূল্যায়ন, শঙ্কাহীন আপন স্বরূপে,
নূতন গৌরবে তার হোক অভিষেক,
অতীতের কুসংস্কার নিঃশেষে বিলীন হোক কালের ধূলোয়,
মরমে অঙ্কিত থাক্ ক্ষমাহীন নির্মল বিবেক!
দেশের ঐতিহ্যস্নাত ভারতের সাধনার বাণী,
জাগাক্ নূতন আশা নবতর ছন্দে—
নূতন গড়ার স্বপনে বিভোর,
কেটেছে তোমার জড়তার ঘোর,
উদয়শৈলের আলোকের ধারা তাইতো তোমারে বন্দে।
হে নবীন, হে সবুজ!
ডেকে নিয়ে যাও যে আছে অবুঝ,
সবার অন্তর উঠুক রাঙিয়া আগামী দিনের ছন্দে!

ছুটির সানাই

(১)

আতপ্ত পোষের রোদে বাজিয়াছে ছুটীর সানাই,
মন্থর দিনের বেলা সোনালী স্বপনে তাই হয়েছে বোঝাই !
ভাবনার কুজ্‌ঝটিকাগুলি,
গ্রন্থির বন্ধনজাল খুলি,
নীলাকাশে মেলে দিল বিহঙ্গের স্বর্ণোজ্জ্বল ডানা।
তীর্থযাত্রী মন হলো ছুটির বিলাসে ; মুক্তপক্ষ, নাইক' ঠিকানা।
নীলিমার দাক্ষিণ্যে মধুর, মেঘমুক্ত, সুনির্মল গগন প্রাঙ্গনে,
সুধাস্নিগ্ধ অপরাহ্নে বর্ণরশ্মিচ্ছটা জলে ক্ষণে ক্ষণে !
অন্তলগনের বিভূতিলীলায়,
মনের মালিন্য রেখা নিঃশেষে মিলায়।

সন্ধ্যার জোয়ার আসে রূপরসগন্ধেভরা বিচিত্র ভুবনে,
চকিত বিস্ময়ে তাই হৃদয়ের সন্ধি হ'লো অনন্তের সনে!
জীবন নেপথ্যে যেন হেরিলাম আজি এক নূতন জগৎ।
কি যেন কোথায় যেতে হৃদয়ের দ্বারে এল অনন্তের রথ!
মনে হ'লো —
চক্ষু হ'তে গেল মোর আচ্ছাদন টুটি,
কালের বন্ধন হ'লো ক্ষয়!
বহু ভারে পুঞ্জীভূত জীবনের জ্বালা,
ইন্দ্রজাল সম যেন হয়ে গেল লয়!

(২)

অবাক বিস্ময়ে তাই হেরিলাম ধরণীর নূতন মূরতি,
ছুটির সানাইবাঁশী ঘোষিল আজিকে যবে কাজের বিরতি!
চকিতে পড়িল মনে বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে মোর কুম্ভ হয়নিক ভরা,
আঁখির গহনে তাই ভরিয়া লইতে চাই অসীমের রূপের পসরা!
শূন্যে, জলে-স্থলে, উষার উদয় হ'তে সন্ধ্যার জোয়ারে,
সৌন্দর্যের অপূর্ব মদিরা আজি বহে ধারাসারে!
বৃক্ষশাখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ লিখনে,
পশ্চিম আকাশ পটে অলক্তের স্নিগ্ধ আলিম্পনে,
হৃদয় প্রত্যন্তদেশে কী ভাষাতে বলে যায় মধুচ্ছন্দ বাণী,
অমর্ত্যলোকের শাশ্বত বারতা বুঝি বারংবার কানে দেয় আনি!

(৩)

বুঝি, নক্ষত্রের পুষ্পপাত্র হাতে করি মৌনব্রতা রূপসী শর্বরী,
নিখিল বিশ্বের স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপতলে,
নিঃশঙ্কে আরতি দিল সান্ধ্য হোমানলে,
ঝিল্লিমন্দ্রে করি মন্ত্রপাঠ অনন্তের পদে দিল নক্ষত্র মঞ্জরী !
সন্ধ্যারক্তরাগ তাই প্রগল্‌ভ শোভায়,
মিলালো রাত্রির গানে, দিনের আশায় !
আজি এই ধ্যানপূত পূজার লগনে,
বিদেহিনী দেবদাসী নাচে যেন ক্ষণবিস্মরণে !
তার নৃত্যের দোলা লাগে তারায় তারায়,
বহে অমৃতের স্রোত তাই বিপুল ধারায়,
চঞ্চল চরণাঘাতে ফুলঝুরি হয়ে ঝরে তারকাভরণ—
ছায়াপথপ্রান্তে খসি, বিজলী চমক হেনে,
রচিল তা অপরূপ সোনার স্বপন !
বনানীর নিভৃত নিলয় হ'তে অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি,
শ্লথবৃন্ত পত্রপুঞ্জে বারংবার উঠিছে স্বননি !
বুঝি জ্যোতির্ময়পুর হতে বেদমন্ত্র গান,
প্রশান্ত অম্বরতলে ধরণীকে মৃদুস্বরে করিল আহ্বান !

(৪)

মরি, মরি ! একি সুন্দর রূপ তব নিখিল ভুবনে !
তাই বিস্ময় মানি মনে মনে !
তোমার বিজয় ভেরী
পূরব তোরণ হ'তে ঘোষিল যে রুদ্রস্বরে "না করিও দেরী,
সন্ধি করো অনন্তের সনে।"

তাই ছিন্ন করি মনে মনে
পৃথিবীর মধুময় সোনার শৃঙ্খল,
সবলে বিদীর্ণ করি নীচতার তুচ্ছতার ছল,
জীবনের ঘাট হ'তে শেষের খেয়ায় চড়ি সন্ধ্যার আলোকে,
পাড়ি দিতে চাই তাই অনন্তের পথে—
অমৃতসন্ধানী প্রাণ, চলে যাবে আপন কুলায়ে ফিরে,
নূতন আশ্বাসবাহী এই নব জীবনের রথে !
তাই আজি আতপ্ত পোষের রোদে বাজিয়াছে ছুটীর সানাই—
মন্থর দিনের বেলা আসিয়াছে সন্ধ্যার সঙ্গমে,
সময় যে নাই, আর নাই !

শ্রীমতী সুধন্যা

(১)

সেদিন চৈত্রের শেষে দেবকোটপুরে,
    নগর শ্রেষ্ঠির কন্যা—
ধারাস্নান সারি বাধিলা কবরী শ্রীমতী সুধন্যা।
প্রাসাদের বলভীতে বসিয়া একান্তে,
কাজল আঁকিল আঁখির প্রান্তে,
    নবীন মাল্যে জড়ালো কবরী, কণ্ঠে মোতির মালা,
চরণে তাহার বাঁকানো নূপুর,
বাহুতে শোভিছে সোনার কেয়ূর,
    অন্তরাগের রঙীন আলোকে উৎসব মধুঢালা।

করঙ্কবাহিনী দাসীটি আসিয়া,
শয্যাপ্রান্তে পড়িল বসিয়া,
চরণকমলে অলক্তে আঁকিল সন্ধ্যারাগের জ্বালা।
বাতায়নে আসি দাঁড়ালো শ্রীমতী,
মধুর আলস্যে ক্ষণ-মন্থর গতি,
ভুরুসংগমে যতনে আঁকিল রক্তকুমকুম টিকা,
স্বর্ণমুকুরে হেরিলা শ্রীমতী ললিত রূপের শিখা!
সহসা সেদিন সায়াহ্ন লগনে,
রাজপথে যেন কি জানি কি ক্ষণে,
বাজিয়া উঠিল মৃদঙ্গ-সানাই ভরা পুরবীর তানে।
চমকি উঠিয়া দেখিলা সুন্দরী,
বাতায়নতলে রাজপথ ভরি',
বহু সমারোহে চলেছে মিছিল রাজ প্রাসাদের পানে!

(২)

সেদিন গন্ধের ভারে,
বসন্ত আসিল দ্বারে,
বাজালো পত্রের পুঞ্জে স্বাগত বাঁশরী—
আনন্দের মত্ত কলোচ্ছ্বাসে
রক্তাংশুক ফুটিল উল্লাসে,
প্রগল্‌ভ হাসিতে গেল নিজেকে পাসরি'।

শ্রীমতী সুধন্যা

দেবকোটে সেইদিন
পুরী করি প্রদক্ষিণ
ফিরিছেন সুলতান আপন প্রাসাদে—
বাঁকাঅস্ত্র কোষে রাখি,
রক্ষীরা চলেছে হাঁকি,
রক্তিম উষ্ণীষ শিরে সুলতান সাথে!
আরক্ত নয়ন তার,
শাসন মানেনা আর,
ছুটে মত্ত অভিসারে ভবনে ভবনে!
নগরের শত ঘরে,
সন্ধানী দৃষ্টিটি পড়ে,
প্রাসাদঅলিন্দে, আর মুক্ত বাতায়নে—
যদি কারো বিম্বাধরে,
নবদেহে থরে থরে,
কখনো উছলি উঠে রূপতরঙ্গিমা,
চলার হিন্দোলে যদি,
সুধা ক্ষরে নিরবধি,
বিকশি লাবণ্যে ফুটে রূপের গরিমা!
যৌবনের সেই অর্ঘ্যখানি,
প্রমোদ বাসরে নিত্য আনি
দেয় তার কণ্ঠে তীব্র অগ্নিরস ঢালি—
প্রভাতের বিচ্ছেদ বেলায়,
উচ্ছিষ্ট পাত্রের মত ছুড়িয়া হেলায়,
বাহিরায় আরবার সাজাইতে নিত্যনব আরতির থালি!

(৩)

আজি তাই বাতায়নে ক্ষণিকের লাগি,
লীলাভরে সুধন্যাকে দেখিয়া একাকী,
জীবন্ত আলেখ্য সম অস্তসূর্যরাগে—
নেশারক্ত নয়নে তাহার,
আদিম রক্তের ভাষা করিল ঝংকার,
উত্তাল সিন্ধুর মত দুরন্ত সোহাগে!
সন্ধ্যারাতে ভরি তাই রতনের থালি,
দূতীহস্তে পাঠাইল প্রণয়ের ডালি,
কাটাতে সুধন্যা সহ প্রেমের শর্বরী—
গেল না সে ভূপতির বসন্তবিলাসে,
প্রমোদমঞ্জিলে ব্যগ্র সুরার উল্লাসে,
জাগিতে নৃত্যের ছন্দে মত্ত বিভাবরী!
নারীত্বের অসম্মানে ম্লান হলো আঁখি,
রিক্তসাধ হল মন, হৃদয় বিরাগী!
তাই গরবিনী নারী রাখিতে সম্মান,
চলিল দীর্ঘিকা পানে বিসর্জিতে প্রাণ,
এড়াতে মৃত্যুর স্নেহে ভূপতির ক্রোধ!
বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি তার এই প্রতিশোধ!

(৪)

সহসা অশ্বের ক্ষুরে,
ধূলি উড়াইয়া দূরে,
নামিলেন সন্নিকটে তরুণ নৃপতি—
সুধন্যার কাছে আসি,
কহিলেন মৃদু হাসি,
"হে প্রেয়সী, তুমি মোর জীবনের জ্যোতি!

প্রাসাদে আজিকে মোরে,
বাঁধো তুমি বাহু ডোরে,
নূতন বধূর মত বাজাযে কিংকিণী।
মত্ত আনন্দক্ষণে,
যৌবনের মধুবনে,
আমাকে করিও তুমি ঋণী।"
এই বলি শ্রীমতীকে
আকর্ষিল নিজ দিকে,
আঁকিল চুম্বনরেখা রক্তিম অধরে!
সুধন্যা মুক্তির লাগি,
কম্প্রবক্ষে যুঝিল একাকী.
কহিল গরলঝরা ক্ষমাহীন স্বরে,
অশ্রুকলঙ্কিত চোখে, স্ফুরিত অধরে,
"শোনো নরপতি, যে-নারী বধূর বেশে,
চামেলী যূথীর মালা পরিল না কেশে,
আসিল না লাজভরে বাসরশয্যায—
তাকে করি কামনার সখি,
ফেলে দিবে কণ্ঠচ্যুত একটী কেতকী,
সম্ভোগ রাত্রির শেষে দিনের লজ্জায়!
সে প্রেয়সী আমি নহি,
নহি, নহি, নহি।
বধূ ও জননী আমি, আমি সদা চিরন্তনী নারী,
প্রণযের মধুস্নিগ্ধ জযটিকা আনন্দেতে কাড়ি
পরাই বধর ভালে গোধূলির উৎসব প্রাঙ্গণে।
রাত্রির আঁধার তলে, কামনার লোলুপ নেশায়
অগ্নিরসে উচ্ছলিত নৃত্যক্লান্ত প্রমোদ-সভায়,
আমার বাসর নহে, নহে কোন ক্ষণে!"

এই বলি মৃত্যুনীল বিষের অঙ্গুরীখানি,
সুরক্তিম বিম্বাধরে সাগ্রহে তুলিয়া নিল টানি',
অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের ডালি দিল মরণের কূলে—
নিশীথ-অম্বর তলে জীবনের কম্প্র দীপশিখা,
মণিহার হতে খসা একটী কণিকা,
ক্ষণিকে হারায়ে গেল অনন্তের মূলে।